RARE BOOK

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৭ সংখ্যা। { বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। } ৪র্থ ভাগ।

BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

প্রাণি-বিদ্যা।

স্তনধারী।

(৭০৯ পৃষ্ঠার পর)

সমুদায় মাংসাশীকে ৫ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১, সীল জাতি।—সীল সমুদ্রে বাস করে এবং মৎস্যের ন্যায় শল্কাবৃত। কিন্তু মৎস্যদিগের ন্যায় ডানা নাই, চারিটী ক্ষেপণী সদৃশ পদ আছে। ইহাদিগের শরীরের দৈর্ঘ্য দুই হস্ত হইতে দশ হস্ত পর্য্যন্ত। ইহারা অধিকাংশই মেরু সমুদ্রে বাস করে। লোকে সীলদিগকে সাগর গর্ভ হইতে উত্তোলন্ করিয়া তাহা হইতে বহুমূল্য তৈল প্রস্তুত করে। মেরুপ্রদেশবাসীরা তথায় শীতাতিশয় জন্য সীলমাংস ভক্ষণ এবং সীলচর্ম্মবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা উষ্ণশোণিত ও সজীবপ্রসূ।

২, ঋক্ষজাতি।—ভল্লুকের অতিশয় বল, স্থূল শরীর ও চমৎকার মদ-মন্দগতি। আমেরিকা প্রদেশে এক প্রকার কৃষ্ণ ভল্লুক আছে তাহারা উদ্ভিদাশী। আর্ভিং নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কহেন যে মধুমক্ষিকার মধু ইহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। তিনি আরো কহেন যে ইহারা মধুক্রম অন্বেষণে এরূপ পটু যে তদ্রূপ আর কোন জন্তুকেই দেখা যায় না। ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি বিশেষ দ্বারা জানিতে

পারিয়া ইহারা কোন বৃক্ষকাণ্ডকে চর্ব্বণ করিতে থাকে, পরিশেষে স্বীয় হস্ত প্রবেশ উপযোগী গহ্বর হইলে তন্মধ্যে কর প্রবিষ্ট করিয়া সমক্ষিক মধুক্রম বহিষ্করণপূর্ব্বক বুভুক্ষা চরিতার্থ করে।

মেক প্রদেশীয় ভল্লুক শ্বেতবর্ণ এবং মাংসাশী; মৎস্য মাংস বিশেষতঃ সীলমাংসই তাহাদিগের প্রিয় আহার।

ইউরোপ খণ্ডের সমুদায় পার্ব্বতীয় প্রদেশেই কটা ভল্লুক দেখা গিয়া থাকে। শীতকালে ভল্লুকেরা নিশ্চেষ্ট থাকে ও আহার করে না কিন্তু তত্রাপি সন্তানদিগকে স্তনপান করায়।

৩, নকুলজাতি।—বেজী, ভাম এবং ভোঁদড় এই জাতীয় জন্তু। বেজী সর্পের পরম শত্রু। সর্প দেখিবামাত্র লম্ফ প্রদান দ্বারা স্বীয় তীক্ষ্ণ দন্তে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। তাহার চপলতার জন্য সর্প কিছুই করিতে পারে না। ভাম ও ভোঁদড়েরা প্রসিদ্ধ মৎস্য ভোজী।

৪, শ্বাজাতি।—সকল প্রকার কুক্কুর, শৃগাল এবং তরক্ষু শ্বাজাতির অন্তর্গত। কুক্কুরেরা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, শৃগালেরা অতিশয় ধূর্ত্ত; পণ্ডিতেরা তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে "বঞ্চক" ও "মৃগধূর্ত্তক" বলিয়াছেন। তরক্ষুকে "মৃগাদন" বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়াছেন। মৃগাদন শব্দের তাৎপর্য্য এই যে মৃগজাতিকে বধ করিয়া আহার করে। ইহাতেই তরক্ষুর স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া হইল। সামান্য ভাষায় ইহাকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র কহে।

৫, মার্জ্জারজাতি।—সিংহ ব্যাঘ্র বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী এই জাতীয়। এসিয়া ও আফরিকা খণ্ডেই ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিত কহেন কার্কডেল নামক ইংলণ্ডীয় প্রদেশে একটী গহ্বর আছে তথায় এবং ইয়র্ক প্রদেশে ব্যাঘ্রাদির মৃতাস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে একদা ইংলণ্ডও ইহাদিগের বাস স্থান ছিল।

উত্তমাশা অন্তরীপের সন্নিকটস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশে হায়েনা নামক ব্যাঘ্র বাস করে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এই সমস্ত জন্তুর এক

কালে গ্রেট ব্রিটন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করা অসম্ভব নহে; তাঁহারা কহেন পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডের সহিত ব্রীটন আদি দ্বীপ সংযুক্ত ছিল অর্থাৎ পূর্ব্বে ঐ সমস্ত 'দ্বীপ' ছিলনা ইউরোপের এক সংলগ্ন 'প্রদেশ' ছিল। বিশ্ব কার্য্য সকলই আশ্চর্য্য ও পরিবর্ত্তনের ভূমি, পর্ব্বত পরমাণু হইতেছে, পরমাণু পর্ব্বত হইতেছে; নদী ক্ষেত্র হইতেছে, ক্ষেত্র নদী হইতেছে; মৃত্তিকা উদ্ভিদ হইতেছে, উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতেছে; কত কত মহাসাগর বিলুপ্ত হইয়া মহাদেশ হইতেছে এবং কত মহাদেশও মহাসাগররূপে পরিণত হইতেছে। কিন্তু পাঠিকাগণ! দেখ সেই অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণপুরুষের কোন পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার করুণার কদাপি হ্রাস বৃদ্ধি নাই; সকল পরিবর্ত্তনকেই তিনি আমাদিগের সুখের সাধন করিয়া দিয়াছেন। দেখ এমন সুহৃদের প্রতি যেন ভক্তি শূন্য হইওনা। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর উৎপত্তি আপাত দুঃখ বোধক কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শুভাভিপ্রায় অবশ্যই থাকিবে; আমরা তাঁহার কোন কার্য্যেরই নিগূঢ় অভিসন্ধি জানি না। প্রথমতঃ দেখ গিরিগুহা অরণ্য প্রভৃতি বিজন স্থান তাহাদিগের বাসস্থান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ রাশি২ গলিত দেহ তাহাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য করিয়া কি মহোপকারই করিয়াছেন। আর কত অভিসন্ধি থাকিবে আমরা কি জানি। কেবল তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস রাখ এবং কৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া পরিচয় দেও; তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে যাইও না, তোমার পক্ষে উহা মহা পাপ হইবে। মহা কবি পোপ কহিয়াছেন "অহঙ্কারী মনুষ্য, ঈশ্বরের ঈশ্বর হইতে চাহে?"

তিমি।

এক্ষণে আমরা উষ্ণ স্থলবাসী মাংসাশী বর্গ শেষ করিয়া শীতলজলবাসী মৎস্যরূপী স্তন্যপায়ী তিমি-বর্গ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। পূর্ব্ব জাতির সহিত ইহাদিগের আকারের এমনি অসাদৃশ্য ও কোন কোন স্বভাবের এমনি বৈপরিত্য যে প্রগাঢ় অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্ম দর্শন

ব্যতীত তাহাদিগকে 'স্তনধারী চতুষ্পদ' জাতি মধ্যে পরিগণিত করা দুঃসাধ্য। তিমি সর্ব্বদাই মৎস্যাদি জলচর জন্তুর ন্যায় সাগর গর্ভে বাস করে। মৎস্যের ন্যায় তাহারও পত্র আছে। কিন্তু পুচ্ছপত্রটী মৎস্যের ন্যায় লম্ব অর্থাৎ উর্দ্ধাধোভাবে স্থাপিত নহে। চক্রবালমুখবর্ত্তী অর্থাৎ ধরাতলরূপে সংস্থাপিত। কুড়িয়ার পণ্ডিত তিমিকে দুই জাতিতে গণ্য করিয়াছেন; তৃণাশী ও মাংসাশী। মাংসাশী তিমিদিগের প্রধান প্রধান জাতি ত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। ইহা-দিগের শ্বসনরন্ধ্র মস্তকের উপর থাকে। ডালফিনজাতীয় তিমি সামাজিক। তাহারা এরূপ ক্রীড়াপ্রিয় যে অনেকে একত্রবদ্ধ হইয়া পাইলভরা পোতের চতুস্পার্শে শ্রেণিবদ্ধরূপে ভাসমান হয় এবং প্রতিঘাত পাইলেই বেগে ক্রীড়াসক্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ঝটিকার সময়ও ইহারা কৌতুক করিয়া থাকে উত্থিত তরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করে এবং মধ্যে মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীন হয়। ইহারা দুই হস্ত হইতে চারি হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। কোন কোন ডালফিনের একটী দীর্ঘ দন্ত বহির্গত হইয়া থাকে, একারণ তাহাদিগের নাম ঐকদন্তী।

আর একপ্রকার তিমির মস্তকে একরূপ তৈলাকার পদার্থ থাকে। ইহাদিগের মস্তক শরীরের ন্যায় দীর্ঘ কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল। এই তিমির সমস্তক শরীর ৪৬ ছচল্লিশ হস্ত দীর্ঘ। ইহার বলও তেমনি, একাঘাতে তরণী সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। একখানি মার্কিন দেশীয় পোত একদা ইহারা নষ্ট করিয়াছিল।

বেলীন জাতীয় তিমিকে বাফিন্সবে, হাডসান্সবে প্রভৃতি আমেরিকার উত্তরাংশস্থ সমুদ্রাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা একশত ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। অপরাপর তিমির ন্যায় মৎস্য কোমলশরীর বর্ম্মধারী প্রভৃতি জলচর ইহাদিগেরও আহার। তিমির অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল—ধীবরেরা তাহা পরিচিত আছে। জগদীশ্বরের সৃষ্টির কিছুই অর্থশূন্য নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মৎস্যের পুচ্ছ উর্দ্ধাধোভাবে স্থাপিত, কিন্তু তিমির ধরাতল

রূপে। দেখ, উভয়েই জলে সন্তরণ করে, তবে পুচ্ছের প্রকৃতি ভেদ হইলে কেন, ইহার কি কোন কারণ নাই, কেবল উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদান করাই কি উদ্দেশ্য? কখনই না।

ইহার এক চমৎকার কারণ আছে। মৎস্যেরা বিচরণ বা আহার অন্বেষণ সময়ে জলের উপরে ও সম্মুখেই ধাবমান হয়, সুতরাং লম্ব-পুচ্ছ জল কর্ত্তন করিবার পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী, অপর কোন ভাবে স্থাপিত হইলে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইত এবং সন্তরণ ক্রিয়ারও বিঘ্ন জন্মিত। তিমিকে গভীর সিন্ধু তলে বাস এবং শ্বসন জন্য মধ্যে মধ্যে জলোপরি উত্থান করিতে হয়, সুতরাং বরাতলী পুচ্ছ তাহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ইহাতে অধিক পরিমাণে জল কাটিয়া শীঘ্র উপরে উঠিতে পারে, অন্য কোন প্রকারেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বকর্ত্তা সকলের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির অনুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রদান করিয়া স্বীয় অসীম মহিমার পরিচয় দিয়াছেন।

তিমির সর্ব্বগাত্রে একপ্রকার স্নেহ পদার্থ জন্মিয়া থাকে, লোকে ঐ বহুমূল্য পদার্থের লোভে তিমিকে বধ করে। উহা হইতে উত্তমোত্তম ঔষধাদি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ স্নেহ যে কেবল মনুষ্যেরই উপকারের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, তাহা তিমির অতীব প্রয়োজনীয় ধন। তিমি স্বভাবতঃ অগাধ জলদেশে বাস করে, সুতরাং উপরিস্থিত সমস্ত জলের ভার তাহাকে সহ্য করিতে হয়। গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, তিমিকে প্রতি বর্গবুরুলে ২৮ মন জল বহন করিতে হয়। দেখ সমস্ত শরীরকে আরও কত ভার অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে হয়।

শরীর স্থূলচর্ম্মাবৃত হইলেও এই ভার অতিক্রম করিয়া উপর্য্যু-পরি উঠিতে নামিতে তাহা হয়ত ত্বরায় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য রচনা। তিনি তিমির শরীরকে ঐরূপ কোন চর্ম্মাবৃত না করিয়া আর এক সুন্দর অতি ভারসহ আবরণ প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্নেহ পদার্থই তিমির গাত্রাবরণ

স্বরূপ। উহা এক ফুট হইতে দুই ফুট পর্য্যন্ত স্থূল হইয়া থাকে। উহার উপরে অন্য কোন আবরণ নাই, কেবল কতিপয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরানির্ম্মিত একখানি জালবৎ আচ্ছাদন আছে, তাহাতেই ঐ তৈল বিনষ্ট হইতে পায় না, কিন্তু প্রয়োজনমত তন্মধ্য দিয়া তৈল বহির্গত হইতে পারে। এই পরমাশ্চর্য্য স্থিতিস্থাপক স্নেহাবরণ থাকাতেই তিমি ঐরূপ গুরুতর ভার অতিক্রম করিয়া সাগরগর্ভে বাস এবং শ্বসন-বায়ু গ্রহণ জন্য মধ্যে মধ্যে সাগরোপরি ভাসমান হইতে পারে। উহাকে যত চাপ দেওয়া যায়, তত অধিক প্রতিরোধ করে। এই স্থিতিস্থাপক-স্নেহাবরণের আরও এক কার্য্য আছে। তিমি উষ্ণ শোণিত (তাহা বলাই অনাবশ্যক), কিন্তু শীতল জলরাশি মধ্যে বাস করিয়া শোণিতের উষ্ণতা রক্ষা করা সুকঠিন। এ[illegible] ভাবী দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য সেই প্রাণি-পালক উল্লিখিত স্নেহ পদার্থকে অপরিচালকতা গুণ অর্পণ করিয়া তাহাদিগের গাত্র-তাপকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কোন কোন তিমির গাত্রজাত স্নেহপদার্থ ৮০০ মনের অধিকও হইবে। কিন্তু উহার এমনি লঘুভার-গুণ যে উহাতে সমস্ত শরীরকে জলাপেক্ষা গুরু না করিয়া লঘু করে; সুতরাং তিমি স্বচ্ছন্দে জলে সন্তরণ করিতে পারে।

ধাত্রী-বিদ্যা।

(১৭২ পৃষ্ঠার পর।)

শিশুর মস্তক বহির্গত হইলেই শিশু পৃথিবীর বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করে এজন্য তাহার মুখে যে লাল ও শ্লেষ্মা থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে, নতুবা সেই সকল শ্লেষ্মা মুখ ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারে।

শিশুর মস্তক বাহির হইলে স্কন্ধদেশ বাহির হইতে যে বিলম্ব হইয়া থাকে, সেই অবকাশে দেখা উচিত যে নাড়িনাড়ী শিশুর গলদেশে হারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে কি না। যদি নাড়িনাড়ী গলদেশ

বেষ্টন করিয়া না থাকে ভালই, কিন্তু যদি থাকে তবে হারের মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া যে প্রকারে ঢিলা করিয়া দেয়, সেইরূপ নাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া ঢিলা করিয়া এক একটা ফের্‌তা মস্তকের উপর দিয়া তুলিয়া লইবে; যদি মস্তকের উপর দিয়া তুলিয়া লওয়া সহজ না হয়, তবে এপ্রকার ভাবে ঢিলা করিবে যে তাহার মধ্যে দিয়া অতি সহজেই স্কন্ধদেশ নির্গত হইতে পারে।

এরূপ অনেক ধাত্রী আছে, যে শিশুর মস্তক নির্গত হইলেই, তাহারা বলপূর্ব্বক অবশিষ্ট শরীর টানিয়া বাহির করে; এপ্রকার ভাবে শিশুর শরীর বাহির করিলে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হইবার অধিক সম্ভাবনা। ধাত্রীদিগের এই নিয়মটা বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত হস্ত দ্বারা প্রসবক্রিয়া সম্পাদন করা কখনই উচিত নহে। যাহারা হস্ত দ্বারা প্রসব করাইতে গিয়া আপনাদিগের দক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়াছেন তাহাদিগের দ্বারাই বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। স্কন্ধদেশ নির্গত হইলে, গুহ্য প্রদেশ রক্ষা করিবার তত অধিক আবশ্যকতা থাকিবে না; পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত এজন্য সহজেই বহির্গত হয়। এই প্রকার মনোযোগ ও পরিশ্রমের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে আস্তে আস্তে প্রসূতির পর কিঞ্চিৎ দূরে রক্ষা করিবে। এক কালে অধিক দূরে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে না, কারণ সকল শিশুর নাভিনাড়ী একপ্রকার দীর্ঘ নহে। কাহার বড়, কাহার বা ছোট, এমন কি আধ হাতেরও অধিক নহে। এ অবস্থায় শিশুকে এককালে প্রসূতির নিকট হইতে অধিক দূরে রাখিতে চেষ্টা করিলে, নাভিনাড়ী ছিন্ন হইতে পারে, ঐ নাভি নাড়ী ছিন্ন হইলে রক্তপাত হেতু প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হইবার অধিক সম্ভাবনা।

এখন শিশুর "নাড়ী কাটা" আবশ্যক। আমাদিগের দেশীয় ধাত্রীরা চেঁচাড়ী দিয়া, নাড়ী কাটে ও তাঁত দিয়া বাঁধে এবং নাড়ী কাটার প্রণালীও অতিশয় মন্দ।

নাড়ী বাঁধিবার রেশম গুলি অতিশয় সরু হইলে, নাড়ী কাটিয়া যাইতে পারে, এবং অধিক মোটা হইলে আবার উত্তমরূপ গাঁইট

পড়ে না; এজন্য অধিক সরু বা অধিক মোটা করা ভাল নহে। নাড়ী কাটিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শিশুর নাড়ীর উপর তিন অঙ্গুলী প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া দুইটী গিরা দিবে, এবং তাহার উপর আর এক অঙ্গুলী প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া আর দুইটী গিরা দিবে, এই প্রকারে শিশু ও প্রসূতির দিকে নাড়ী বাঁধা হইলে মধ্যবর্ত্তী এক অঙ্গুলী প্রমাণ স্থান কাঁচি বা ঐরূপ কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা কাটিবে। শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন হেতু পাছে নাড়ী কাটিতে হস্ত, পদের অঙ্গুলী কাটিয়া যায় এজন্য নাড়ী কাটিবার সময় বাম হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্যে নাড়ী রাখিয়া কাটা উচিত।

নাভিনাড়ীর দুইদিক বাঁধিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি যমক শিশুর একটী নাভিনাড়ী হয়, তাহা হইলে অপর শিশু জরায়ু মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু যদি দুই দিক না বাঁধা হয়, তাহা হইলে রক্তপাত হেতু জরায়ুস্থ শিশুর মৃত্যু হইতে পারে। এইবিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রসূতির দিকেও নাড়ী বাঁধা উচিত।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে স্বভাবতই চীৎকার শব্দ করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠে। এ অবস্থায় নাড়ী কাটিয়া শীঘ্র নাড়ী বন্ধন করা ভাল। কিন্তু যদি ভূমিষ্ঠ হইতে কিছু কষ্ট হয়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশু ক্রন্দন, হাঁচি, প্রস্রাব না করিবে, ততক্ষণ নাড়ী কাটা উচিত নহে; এ অবস্থায় নাড়ী কাটিলে শিশুর মৃত্যু হইতে পারে। যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখ নীল বর্ণ হইয়া যায়, তবে শীঘ্র নাড়ী কাটিয়া অগ্রে খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া পরে নাড়ী বাঁধিবে।

এই প্রকারে শিশুকে মাতৃনাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং মুখের শ্লেষ্মা ("ঘড় ঘড়ি") পরিষ্কার করিয়া দিয়া একজন বিচক্ষণ পরিচারিকার হস্তে তাহার ভার অর্পণ করিবে। শিশুর ভার অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রসূতির পেটের উপর হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিবে যে জরায়ু মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান আছে কি না; এবং ফুল জরায়ু মধ্যে আছে কি বায় জনন ইন্দ্রিয়ের ভিতর আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

স্বামী।

স্ত্রী পুরুষ বিবাহিত যাবৎ না হয়,
তত দিন উভয়েই অর্দ্ধ দেহ রয়।
জায়া পতি উভয়ের মিলনে দম্পতী,
দম্পতীর অর্দ্ধ জায়া অর্দ্ধ দেহ পতি।
একাঙ্গ উভয় যদি তবে এক চিত,
সর্ব্বদা সকল কাজে থাকা সমুচিত।
এক ধর্ম্ম এক কর্ম্ম এক আচরণ,
এক বাক্য সব কাজে একীভূত মন;
ঈদৃশ দম্পতী যেই পরিবারে রয়,
নিয়ত কল্যাণ তার নাহিক সংশয়।
ভরণ পোষণ কর্ত্তা ভর্ত্তা নাম তাই,
শিক্ষাদাতা ভয়ত্রাতা পতিসম নাই।
অদ্বিতীয় প্রিয় মিত্র প্রণয়ভাজন,
স্বামী সম রমণীর আছে কোন্ জন?
অতএব রমণীর পতি গুরুজন,
নির্ম্মল প্রণয় সহ ভক্তির ভাজন।
আহা! কিবা মনোহর ভক্তির সহিত,
পবিত্র প্রণয়! মরি তুলনা রহিত।
যে জায়া ছায়ার ন্যায় পতি অনুগতা,
সখীসম সদা পতি হিত কাজে রতা;
স্বামী সুখে সুখী হয় দুঃখিতে দুঃখিতা,
সংসারের গৃহ কাজে প্রকাশে দক্ষতা;
জিতেন্দ্রিয়া সদাচারা সুশীলা সুমতি,
সন্তুষ্ট মানস সদা দীনে দয়াবতী,
ইহ লোকে লভে যশঃ অতুল অক্ষয়,
পর লোকে পায় মুক্তি নাহিক সংশয়।
ইহ লোক পরলোকে যাতে হয় হিত,

কায় মনে তাই করা সবার উচিত।
পতি যদি গুরু, তবে তাঁর গুরু জন,
অবশ্য পরম গুরু পূজনীয় হন।
অতএব শ্বশ্রূ আদি পূজনীয় গণে,
করিবে পরম ভক্তি শ্রদ্ধা এক মনে।
ভাসুরো শ্বশুর সম ভক্তির ভাজন,
পিতা মাতা পূজ্য যথা ইহারা তেমন।
বৃদ্ধ কালে শক্তিহীন শ্বশ্রূ বা শ্বশুর,
হইলে করিবে সেবা যেমন গুরুর।
ভগিনী সমান যত ননন্দা সকল,
দেখিও তাঁদের সহ না হয় কন্দল।
সাবধান, তাঁহাদের সঙ্গেতে প্রণয়,
ভঙ্গ নাহি হয় যেন চিরদিন রয়।
কষ্ট ভোঁগে ইচ্ছা করে হেন এক জন,
জগতে কোথাও নাহি করি দরশন।
আপনি থাকিব সুখে থাকে পরিবার,
ইহাই জগতে দেখি মানস সবার।
কিন্তু মানবের ইচ্ছা, সকল সময়,
চির দিন কখনই সফল না হয়।
অতেব পতির যদি কভু দুঃসময়,
দেবদুর্ঘটনা বশে উপস্থিত হয়;
সুশীলা মহিলা যারা, তারা সে সময়,
নিশ্চয় পতির দুখে সমদুঃখী হয়।
কিন্তু আছে কতিপয় সুখাভিলাষিণী,
তেমন সময়ে হয় পতি বিরোধিনী।
তিরস্কার করে কভু ধরি কোন ছলে,
দুঃখিত পতিরে দগ্ধ করে দুঃখানলে।
হেন কদাচার করা নহে সমুচিত;

এ চেয়ে পত্নীর আর কি আছে নিন্দিত ?
পৃথিবীতে চির সুখ না হয় কখন,
সুখ দুখ চির কাল দুয়েতে মিশন।
সুখের পরেতে দুখ, সুখ তার পর
পর্য্যায়রূপেতে আসে যায় পর পর।
সংসারের সুখ দুঃখ করি আলোচনা,
বুধেরা চক্রেতে তার করেন তুলনা।
শকট চক্রের প্রতি কর দৃষ্টি পাত,
যে স্থান উপরে ছিল হল অধঃপাত।
তাবার যে স্থান এই নীচে পড়ে ছিল,
নিমেষে তাহাই দেখ উপরে উঠিল।
সুখ দুখ পরিবর্ত্ত হেন নিয়মিত,
ইহা যেন স্বাভাবিক নিয়মে গ্রথিত।
অতএব সুখ দুঃখ যা হয় যখন,
ভোগ কর স্থির ভাবে তাহাই তখন।

ব্যাকরণ।

(৬৬২ পৃষ্ঠার পর)

লিঙ্গভেদ-নির্লিঙ্গ।

৯৪। নির্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রাণি-বাচক শব্দের বাঙ্গালাভাষায় কোন বিশেষ আকার নাই। কেবল টা-আদি কতক গুলি প্রত্যয় কখন কখন যোগ হয়।

সামান্যতঃ অথবা বৃহৎ বা অধিক বা অবজ্ঞার্থে নির্লিঙ্গ শব্দের পর টা, গাছা বা গাছ খানা বা খান গুলা বা গুলি ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। (৫২)

(৫২) টা-আদি প্রত্যয় প্রায় নিয়মবদ্ধ নহে; কিন্তু যেস্থলে উহারা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা বলা যাইতেছে।

যাহা পৃথক থাকে, অথবা যাহা সহজে পৃথক করা যায়, তাহার পর সামান্যতঃ বা বৃহৎ ইত্যাদি অর্থে টা প্রত্যয় হয় এবং ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বা অল্প বা আদরার্থে টী বা টি, গাছি, খানি, গুলি বা গুলিন্ টুকি বা টুকু ইত্যাদি প্রয়োগ হয়।

৭৫। প্রাণি-বোধক শব্দের পরও আশ্চর্য্য বা ঘৃণার্থে টা এবং ক্ষুদ্রতা ও আদরার্থে টী প্রত্যয় হয় (৫৩)।

যথা লোকটা, ভাইটি; ঘোড়াটা, পাখিটী।

বহুবচনে গুলা বা গুল এবং গুলি প্রত্যয় হয়; যথা।

বা আদরার্থে টী প্রত্যয় হয়। যথা 'গাছটা, ঘটীটী' ইত্যাদি।

অপ্রশস্ত দীর্ঘ বস্তুবোধক শব্দের পর প্রায় গাছা ও গাছি প্রত্যয় হয়। যথা 'লাঠী গাছা' চুল গাছী, ছড়ী গাছ'।

প্রায় বোধশূন্য বা অল্প বোধ বিশিষ্ট প্রশস্ত বস্তু বা আধার-বোধক শব্দের পর খানা ও খানি প্রত্যয় হয়। যথা 'কাপড়খানা, জমীখান, নৌকাখানি'।

বৃহৎ বা ক্ষুদ্রার্থে নির্লিঙ্গ শব্দে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের যোগ হয় (দ্বিতীয় নিয়মে)। যথা,

বৃহদাকার	ক্ষুদ্রাকার
চাকা	চাকী
খণ্ডা	খণ্ডী
গোলা	গুলী
ছোরা	ছুরী
কোশা	কুশী
(অন্য নিয়মে)	
পুস্তক	পুস্তিকা
পত্র (ক)	পত্রিকা
পাথর	পাথরী

বড়া-বড়ী, দড়া-দড়ী, ঘোড়া-ঘুড়ী, নোড়া-নুড়ী, ডালা-ডালী, দাঁটা-দাঁটী, কাঁশা-কাঁশী, পেঁড়া-পেঁড়ী, ঘড়া (ঘট)-ঘটী; বাটা-বাটী, থালা-থালী, জোড়া-জুড়ী (অন্য অর্থে); হাঁড়া-হাঁড়ী, খোলা-খুলী, নালা-নালী, ঝোড়া-ঝুড়ী; রেকাব-রেকাবী, শিকল-শিকলী, ডাবর-ডাবরী ইত্যাদি।

যাহা সংখ্যা করা যায় এরূপ বস্তু-বোধক শব্দের বহুবচনে গুলা গুলি ও গুল প্রত্যয় হয়। যথা 'পাথরগুলা, কাটাগুলি; বইগুল'।

অল্পপ্রমাণ তরল বা যাহা পৃথক্ করা যায় না, এরূপ বস্তু-বোধক শব্দের পর টুক-টুকু-টুকি প্রত্যয় হয় যথা 'জলটুকি, দুধ-টুকু, গুড়টুক'।

(৫৩) এস্থলে আশ্চর্য্যাদিভাবে

ভাইগুলা বড় মন্দ; ভাই গুলি বড় ভাল।

সংজ্ঞা বচন।

৯৬। বস্তু বা ব্যক্তির (*) সংখ্যাভেদে তদ্বোধক শব্দের যে আকার ভেদ হয় তাহার নাম 'বচন'।

বচন দুই প্রকার এক বচন ও বহুবচন (৫৪)। যাহা এক অথবা একরূপে গ্রাহ্য (৫৫) তদ্বোধক শব্দ একবচনান্ত। যথা, বালক, বৃক্ষ, গঙ্গা ইত্যাদি। যাহা একাধিক অথবা বহুরূপে গ্রাহ্য তদ্বোধক শব্দ বহুবচনান্ত

প্রাণিকে অপ্রাণী বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করা হয়।

(*) ব্যাকরণ ৪০ ও ৪১ টীকা; বা, বো, দ্বি.ভাগ ৩০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫৪) বাঙ্গালা এবং অন্যান্য আধুনিক ভাষায় (ইংরাজি ই-ত্যাদি) এইরূপ দুইটিমাত্র বচন ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত লাটীনাদি প্রাচীন ভাষায় 'দ্বিবচন' অর্থাৎ ই বোধক শব্দের ভিন্ন আকার বহৃত: বহুবচন তত্তৎ ভাষায় ন ও ততোধিক সংখ্যা-ধিক।

(৫৫) যথা পুস্তক 'এক' বলা ; ইহার অংশ পত্র সমূহও ত্যকে 'এক' এবং পত্রের পৃষ্ঠাও 'এক' তাহার অংশ পঙক্তি সমূহও প্রত্যেকে 'এক' এবং তদন্তর্গত শব্দ বা বর্ণও প্র-ত্যেকে, এক'; সুতরাং বর্ণ বিষেয় ভাবিতে গেলে শব্দ বহু; শব্দ ভাবিতে গেলে পঙ্ক্তি ও পৃষ্ঠা বহু, এইরূপে পুস্তকও বহু। অত-এব এক ও বহু চিন্তার উপর নির্ভর করে।

প্রাণিকেই স্বাভাবিক এক বলা যায়, কারণ ইহাকে বিভাগ করিলে ইহার একত্ব শব্দের সহিত প্রা-ণিত্বও নাশ হয়। এক গৃহ বিভাগ করিয়া দুই গৃহ হয় কিন্তু এক মনুষ্য কাটিয়া দুই মনুষ্য হয় না।

বিশেষণ সংজ্ঞাবৎ ব্যবহৃত হইলে বচন প্রাপ্ত হয়, যথা সুন্দরীরা, জ্ঞানিরা। এস্থলে কোন সংজ্ঞা উহ্য অর্থাৎ অপ্রকাশিত বলিয়া বিশেষণ সংজ্ঞার ন্যায় প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। সংজ্ঞা প্রকাশ থাকিলে এরূপ হয় না, যথা 'সুন্দরীরা নারীরা' 'জ্ঞা-নিরা ব্যক্তিরা' কখনই হয় না।

যথা; 'বালকেরা, বৃক্ষগুল' ইত্যাদি।

সংজ্ঞা ও প্রতিসংজ্ঞারই প্রকার ভেদে বচন ভেদ হয়।

বামাগণের রচনা।

সম্পাদক মহাশয়! যদি আমার রচিত এইনিম্ন লিখিত পংক্তিগুলি আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান পাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে সংশোধনান্তে প্রকাশ করিলে বাধিতা হইব।

হে করুণানিধান জগদীশ্বর! আমরা প্রত্যেক মনুষ্য তোমার করুণা বারি পান করিয়া জীবিত রহিয়াছি, সকল সময়েই তোমার করুণা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। এবং এই করুণা বলেই আমরা এই অবনীমণ্ডলে জীবিত রহিয়াছি। যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন উদ্ভিদ পদার্থ সকল বর্দ্ধিত হইতে পারে না ও জীবিত থাকিতে পারে না, সেই রূপ মানবগণও তোমার করুণা অভাবে ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। নাথ! ধন্য তোমার কৃপা। হে কৃপানিধান! অপার তোমার মহিমা এবং অনন্ত তোমার শক্তি। মনুষ্যদিগের আনন্দের এবং উন্নতির জন্য তুমি তাঁহাদিগকে কতক গুলি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট উভয় প্রকারই মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছ এবং তাঁহাদিগের শরীর পালনার্থ তাঁহাদিগকে কতক গুলি শুভকর ভৌতিক এবং শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছ। এই সকল নিয়মের মধ্যে কোন একটি নিয়মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে সকল নিয়মের অভিপ্রায় কেবল মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করা। হে দয়াময় পিতঃ! এক্ষণে আমি তোমার মঙ্গলস্বরূপের যে কেবলি মঙ্গলাভি[illegible] প্রায় স্পষ্টরূপে অনুভব করি[illegible] পারিয়াছি, তাহা কোন কালে [illegible] স্মৃত হইতে পারিব না। [illegible] জগতের সকল পদার্থে তোমার [illegible] শর্য্য শিল্প নৈপুণ্য, তাহা [illegible] এক্ষণে স্পষ্ট অনুভব ক[illegible] পারিয়াছি। আহা! সন্ত[illegible] রক্ষা করিবার জন্য পিতা[illegible]

ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়ার বচন নাই।

মাতার মনে তুমি কত স্নেহ প্রদান করিয়াছ; অন্য লোকের যে কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ হয় পিতা মাতা তাহা সন্তানের জন্য অকাতরে স্নেহের সহিত করিয়া থাকেন। যদি এরূপ স্নেহ তাঁহাদিদিগের মনে না থাকিত তাহা হইলে কখনই সৃষ্টি রক্ষা হইত না। হে মঙ্গলময় পরম পিতা, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগের মনে প্রীতি এবং পবিত্রতা দান কর এবং আমরা যেন মোহেতে মুহ্যমান না হই। যেন আমরা সংসার অনিত্য এবং ধর্ম্মই সার পদার্থ এই জ্ঞানে সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র তোমাকেই দর্শন করিতে পারি, সামান্য পিতা মাতার ন্যায় আমরা যেন কেবল সন্তান সন্তান করিয়া উন্মাদ প্রায় না হই; কেবল স্নেহ এবং প্রীতি [illegible]রা সন্তানকে লালন পালন করি[illegible] তোমার নিয়মিত ধর্ম্মে তাহাকে [illegible]ক্ষিত করিতে পারি এই আমা[illegible]র প্রার্থনা। তুমি আমাদি[illegible] পবিত্র কর। পাপে এবং [illegible]হতে যেন আমাদিগের হৃদয় [illegible] না হয়। মন মলিন হইলে আমি এই সদয়মু সংসারকে অন্ধকারময় দেখিব। হে করুণাময় জগতের পিতা তোমার নিকট বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি আমি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে থাকিয়া তোমার মঙ্গলকার্য্য সাধন করিতে পারি। হে পরমেশ্বর! তুমি দয়া করিয়া মনুষ্যগণকে এই অভিপ্রায়ে জ্ঞান দিয়াছ যে তাহারা স্বাধীন জীব হইয়া তোমার প্রদত্ত জ্ঞান প্রভাবে কোন কর্ম্ম উচিত এবং কোন কর্ম্ম অনুচিত ইহা বিবেচনা করিয়া স্বং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবে। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহাহইলে অবশ্য আমাকে তোমার শাস্তিভোগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। পিতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রতি দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চিরকাল তোমার অপার ধর্ম্ম রূপ ব্রত পালনে সমর্থ কর। হে অন্তরের অন্তর! তোমার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। হে জীবনের নাথ! এক বার এই অধীনীকে দর্শন দিয়া আমার তাপিত হৃদয়কে সান্ত্বনা কর।

চিত্তক্ষেত্র পরিষ্কৃত না হইলে তোমার দর্শন লাভ করা যায় না। অতএব হে জীবনের জীবন আমাদিগকে এই প্রকার বল দেও যেন আমরা সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিতে পারি, তাহা হইলে মনোমন্দিরে তোমার অধিষ্ঠান অনুভব করিতে পারিবই পারিব। সামান্য লোকে সমস্ত দিবস তোমাকে বিস্মৃত থাকিয়া পরিশেষে কোন সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া একবার তোমার আরাধনা করিয়া ক্ষান্ত হয়। হে করুণাসাগর! আমি যেন চি জীবন অনন্ত জীবন তোমাতেই উৎসর্গিত করিয়া কৃতকার্য্য হই।

—০০—

আমরা দেখিতেছি এদেশীয় কতকগুলি মূঢ়মতি স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন, কিন্তু কিপ্রকার পুস্তক পাঠ করিলে উক্ত প্রকার গুণসম্পন্না হইতে পারিবেন তাহা না জানিয়া 'কথ' সাঙ্গ না হইতেই পাঁচালির দর জিজ্ঞাসা করিয়া উহারই অনুসন্ধানে ফিরিতে থাকেন। যদ্যপি প্রথমপাঠ একবার অনায়াসে পাঠ করিতে পারিলেন, তবেই অমনি পাঁচালি ক্রয় করিয়া তাহাই দিবা রাত্রি মুখস্থ করিয়া সকলের নিকট বিশেষতঃ প্রতিবাসীদিগের অসভ্য জামাতাগণের নিকট লজ্জাহীনা হইয়া অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে আপনার গুণ প্রকাশ করিতে থাকেন। অনন্তর ঐসকল ঘৃণাকর পুস্তকের বিলক্ষণ বশীভূতা হইয়া আপনাকে গুণবতী জ্ঞানে মাৎসর্য্য মেঘে আবৃত হইয়া অন্যের দোষানুসন্ধান করিতে যে কত ভাল বাসেন তাহা অবর্ণনীয়, এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বটতলার ষষ্ঠীদেবীকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম না করিয়া অন্য২ কর্ম্ম কিছুই করিতে চাহেন না। হা! দুর্ভাগা নারীগণ! তোমরা কি জান না যে বটতলার ষষ্ঠীদেবী যথার্থ দেবী নহেন; আমরা শুনিয়া[illegible] যে তিনি এক প্রকার রাক্ষ[illegible] তাঁহার কুহকে যিনি একবার [illegible]ভিত হইবেন, তাঁহার সভ্যতা, [illegible]রলতা, দয়ালুতা এককালে হ্রাস [illegible]ইতে থাকিবে। তাঁহার সহ[illegible] কুপ্রবৃত্তি পিশাচী তাঁহাকে অ[illegible] করিলে সতীত্ব, লজ্জা, ভয় ও

পথে জলাঞ্জলি দিয়া ক্রমে অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মহিলাগণ! তোমরা বিদ্যাবতী না হইয়াও যদি মূর্খ থাকিয়া আপনাদের সতীত্ব ও লজ্জা রক্ষা করিতে পার তবে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যে কামিনী লজ্জা ও সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহার সেই জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। একে স্ত্রীলোক হইতে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ উপকার হয় না সুতরাং তাহাতে আবার লজ্জাহীনা ও নীচ স্বভাবা হইলে কেহই তাহাদের আদর ও সম্ভ্রমণ করিতে চাহেন না। যোষাগণ সুশিক্ষিতা হইলে আপন স্বভাব উত্তমরূপ রাখিয়া গুরু লোকে মান, কনিষ্ঠে স্নেহ, সংসারের সুনিয়মরক্ষা, হিতাহিত বিবেচনা, পরিমিত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন। ভামিনীকুল কুৎসিত পুস্তক পাঠ করিলে যে নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ, নির্দ্দয় হইয়া অসচ্চরিত্রা হয়েন ইহা অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, এক্ষণে মহিলাগণের প্রতি এই বক্তব্য যে তাঁহারা যদি বিদ্যাভ্যাস করিতে চাহেন তবে যাহাতে জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে এমন উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ করিবেন।

একি দেখি বিপরীত, নারী হল সুপণ্ডিত,
পুরুষেরে আর নাহি মানে।
নির্লজ্জ নির্ঘৃণ অতি, ব্যভিচারী কুলবতী,
কুল মান কিছু নাহি মানে॥
পাঠ করে 'কবানান', পতি প্রতি নাহি চান,
সন্তানেরে নাহি দেখে ফিরে।
ভ্রমান্ধ বারণ প্রায়, ধর্ম্ম প্রতি নাহি চায়,
হীরে ফেলে অঞ্চলেতে গিরে॥
ভোজন হইলে পরে, পুস্তক লইয়া করে,
চলে যান সঙ্গিনীর কাছে।
অবিদ্যাতে অহঙ্কার, শ্লাঘা করে আপনার,
মম তুল্য কেবা আর আছে॥
শুন যত যোষাগণ, এ যে বিদ্যা অলক্ষণ,

এঅপেক্ষা মূর্খ বলি ভাল।
ধন্য ধন্য দাশরথি, তোমার মহিমা অতি,
বটতলা করিয়াছ আল ॥
শাস্ত্র প্রতি প্রীত নন, পাঁচালি জীবন ধন,
'কথ' পাঠে এই শেষে হল।
বর্ণ নহে পরিচয়, দেন কত পরিচয়,
এমত বিদ্যাতে কিবা ফল ॥
ওগো সব কুলবতী, যদি হও বিদ্যাবতী,
ধর্ম্ম প্রতি রেখসদা মন।
জ্ঞানদ পুস্তক যত, তাহাতেই হও রত,
বৃথা লজ্জা ত্যজ সর্ব্ব ক্ষণ ॥

শ্রীমতী লক্ষীমণি দেবী।

———০:০:০———

মান্যবর শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সায়ংকালের প্রার্থনা।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! আমি এক্ষণে তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া একবার দর্শন দিয়া আমার তাপিত চিত্তকে সান্ত্বনা প্রদান কর। আমি সমস্ত দিবস কেবল বিষয়ের বিষাক্তবাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, একবারও তোমাকে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করি নাই। নাথ! সমস্ত দিবসের মধ্যে সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা ও সাংসারিক শোক দুঃখে নিমগ্ন রহিয়াছি, আমি কি অকৃতজ্ঞ নরাধম ও পাপিষ্ঠ। আমি তোমাহইতে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকেই বিস্মৃত হই[illegible] ছিলাম। হা! আমা অপে[illegible]ক্ষা ঘোর পাপী আর এ জগ[illegible] কে আছে? আমি সর্ব্বসুখদ[illegible] পরমপিতা পরমেশ্বরকে বি[illegible] হইয়া সামান্য সাংসারিক [illegible] জন্য ব্যাকুলিত ও চিন্তিত[illegible] আর আমি সংসারিক শোক[illegible] কাতর হইতে ইচ্ছা ক[illegible]

আমি এতকাল কেবল শোক রোগ ভোগ করিতেছি; আমার উন্নতি কিছুই করিতে পারি নাই। এক্ষণ আমি উত্তম রূপে জানিতে পারিলাম যে সাংসারিক সুখ কেবল অনিত্য পদার্থ মাত্র এবং যন্ত্রণাদায়ক। কেবল তুমি মাত্র নিত্য ও সারপদার্থ। নাথ! তুমি কৃপা করিয়া যেমন আমাকে এই জ্ঞানটি প্রদান করিলে সেই রূপ তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধুশিক্ষা প্রদান কর এবং যাহাতে তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিয়া জীবনে তোমার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি তুমি কৃপা করিয়া এই বল প্রদান কর। নাথ! তোমার অসাধ্য আমি কিছুই দেখি না। আমাদের যত কেন অভাব থাকুক না, তাহা তুমি অবশ্যই [illegible]াচন করিবে ইহা আমি নিশ্চয় [illegible]নি। নাথ! তোমার করুণার [illegible] সীমা আছে, আমি যত পাপে [illegible]ত হইয়া তোমাহইতে দূরে [illegible]ত হই, ততই তুমি বাহু [illegible]ত করিয়া তোমার প্রেম [illegible]পাশে বদ্ধ করিতে থাক। [illegible]! তোমার দয়াময় নামটি সাধুমুখে শুনিয়া তোমাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছিলাম। এক্ষণে নাথ! তোমার সেই দয়াময় নামের মহিমা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে দুর্ব্বল সন্তানদিগের প্রতি তোমার অপার দয়া। তুমি দুর্ব্বল সন্তানদিগকে ধর্ম্মবল প্রদান করিয়া স্বর্গরাজ্যের অনন্ত সুখ দিবে বলিয়া আশা দিতেছ। তোমার দয়াতে তোমার ভক্তেরা তোমার উপাসনায় আনন্দলাভ করিয়া তোমাকে আনন্দময় দয়াময় নাম দিয়াছেন। নাথ! তোমার এই অসীম দয়া দেখিয়া কোন্ পামরমতি মনুষ্য তোমাকে দয়াময় না বলিয়া থাকিতে পারে? নাথ! এক্ষণে তোমার দয়ার বিষয় ভাবিয়া আমি স্তব্ধ হইয়াছি এবং তুমি দুর্ব্বল কন্যাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ কর তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। নাথ তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে শিথিল দেখিয়া কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধু সঙ্গ দিতেছ। গতবৎসর তোমার সাধু পুত্রদিগকে এই দূরদেশে প্রেরণ করিয়া আমাদের শুষ্ক হৃ-

দয়ে ধর্ম্ম বীজ রোপণ করাইয়াছিলো আবার এ বৎসরে আর এক সাধু পুত্রকে প্রেরণ করিয়া সেই বীজ অঙ্কুরিত করিতেছ। ইহা নাথ! তোমার কম করুণার চহ্ন নহে। কি আশ্চর্য্য! আমরা নিজে নিজে আপনার উন্নতির বিষয় আপনি কিছুই ভাবিতেছিলাম না, কিন্তু তুমি দয়া করিয়া কোথা হইতে তোমার এই সাধু পুত্রকে আনাইয়া দিয়া আমাদের উন্নতির সোপান করিয়া দিলে ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি এবং তোমার মহিমা ঘোষণা করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি। কিন্তু নাথ! ইহাতেও আমার মনের ক্ষোভ নিবারণ হইতেছে না। পিতা, আমার মনে এক্ষণে এই ইচ্ছা হইতেছে যে তোমার এই মহিমাটি নগরে নগরে দেশে দেশে ও পথে পথে সকল ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলি এবং সকলেই তোমার নামটি উচ্চারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করি। নাথ! আমি যত তোমার নামামৃত পান করিতেছি, ততই আমার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে, এই নামামৃত পান করিবার অধিকারী হইলাম এ কেবল তোমার কৃপাতে এবং তোমার সাধু পুত্রের সাধু দৃষ্টান্তেতে। নাথ! তুমি যেমন কৃপা করিয়া এই অমূল্য সাধু সঙ্গ দিলে তেমনি নাথ কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধক কর, আমরা সাধক হইয়া তোমার সাধনা করিয়া জীবনের তৃপ্তি লাভ করি। নাথ! ইহার পূর্ব্বেত আমরা এরূপ সাধু হইতে ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তোমার কৃপাবলে এই সাধু ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁর সাধুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আমরা সাধু হইতে ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে জানিলাম নাথ! তোমার সাধু সন্তানের উপর তোমার কত করুণা। দয়াময়! তুমি যেমন দয়া করিয়া সাধুসঙ্গ দিতেছ সেইরূপ তুমি আ[illegible] মাদিগকে ধার্ম্মিকা কর। আম[illegible] যেন ধার্ম্মিকা হইয়া চির[illegible] তোমার সাধু পুত্রকন্যাদি[illegible] সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে ডা[illegible] পারি, অসাধু ইচ্ছা যেন [illegible] আমাদের নিকট আসিতে [illegible] পারে।

মোজফ্ফরপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৮ সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৫। } ৪র্থ ভাগ।

প্রাণি-বিদ্যা।

স্তনধারী।

৩৩ পৃষ্ঠার পর।

৭ বর্গ। স্থূলচর্ম্মী।

হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, শূকর প্রভৃতি প্রাণির গাত্র-চর্ম্ম বন্ধুর ও অত্যন্ত স্থূল এজন্য তাহাদের নাম স্থূলচর্ম্মী। ইহারা তৃণাশী।

স্থূলচর্ম্মী নয় জাতি ও ৪০ প্রকারে বিভক্ত। এই জাতিমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার চতুষ্পদ সকল আছে। ইহারা কেবল ক্রান্তি প্রদেশেই বাস করে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এই জাতীয় একটি জন্তুকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমরা সচরাচর যে সকল হস্তী দেখিতে পাই তাহারা ভারতবর্ষীয় অথবা আফরিকাদেশীয়। ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়। হস্তীর মুখের পার্শ্ব দিয়া দুইটি দীর্ঘ দন্ত বহির্গত হয় তন্নিমিত্ত তাহাদিগের একটি নাম "দ্বিরদ"। মনুষ্যের ঐরূপ দন্ত উদ্ভিন্ন হইলে তাহাকে লোকে তজ্জন্য "গজদাঁত" বলে। হস্তী বৃক্ষপত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভক্ষণ করে। অধিকাংশ অশ্বত্থবৃক্ষ তাহাদিগের প্রিয় আহার এবম্বিধ অশ্বত্থবৃক্ষকে "কুঞ্জরাশন" বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়া-

ছেন। হস্তীকে যেমন কাষ্ঠ পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতে হয়, তাহার দন্তও সেই রূপ উপযোগীরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে তিন প্রকার পদার্থ আছে; এক প্রকার অত্যন্ত কঠিন, অপর তদপেক্ষা কোমল এবং আর এক প্রকার আরও কোমল এবং আঠাবৎ; উহা পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে সংযোগ করে। এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন কঠিনতা থাকাতে দন্তরাজী ক্ষয় হইলেও বন্ধুর থাকে; সুতরাং যাঁতার ন্যায় পেষণ কার্য্যের অত্যন্ত উপযোগী হয়। ইহাদিগের জীর্ণদন্ত পরিবর্জ্জিত হইয়া নব-দন্ত উদ্ভিন্ন হওয়া অতীব অপূর্ব্ব বিষয়। যেমন ইন্দুরাদি চর্ব্বকের দন্তমূলে নব নব দন্তময় পদার্থ সংযুক্ত হইয়া জীর্ণদন্তের সংস্কার করে, কিম্বা বালকদিগের পতিত দন্তের গহ্বর হইতে যেমন নবদন্ত উদ্ভিন্ন হয়, হস্তীর সেরূপ নহে। ইহাদিগের প্রত্যেক চোয়ালে ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যূন দ্বাদশটী করিয়া দন্ত বহির্গত হয়, তন্মধ্যে চারিটি চর্ব্বণোপযোগী পরিপক্ব দন্তের ন্যায় অপরাপর এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অস্থিময় কোষমধ্যে পরিবৃত থাকে, পূর্ব্বোক্ত দন্তের মধ্যে কোনটি স্খলিত হইলে নিকটস্থ গুলি ক্রমশঃ তাহার অগ্রসর হয়; অর্থাৎ প্রথম দন্ত পতিত হইলে দ্বিতীয়টি তাহার স্থানে, তৃতীয়টি দ্বিতীয়ের স্থানে এবং চতুর্থটি তৃতীয়ের স্থানে অগ্রসর হয়, কিন্তু চোয়ালের পার্শ্বে এক একবার দুইটি দন্তের অধিক অনাবৃত হয় না, এইরূপে হস্তীর সমস্ত জীবনের মধ্যে চব্বিশটি দন্তের অধিক উদ্ভিন্ন হয় না।

হস্তীর দন্ত অত্যন্ত স্থূল এবং তাহার এক এক স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রথম অংশদ্বারা সামান্যরূপে চর্ব্ব হইয়া যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য কণ্ঠাভিমুখে গমন করে অমনি দ্বিতীয়াং দ্বারা খণ্ডখণ্ডরূপে কর্ত্তন, তৎপরে কতিপয় অস্থির্দ্ধনার পে হইয়া গলাধঃকরণ হয়। এই বৃহৎ জীবের জীবন রক্ষার জন্য দীশ্বর কি সুবৃহৎ কৌশল সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন!

ইংলণ্ডদেশে হস্তী, জলহস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি স্থূলচর্ম্মীর মৃত কঙ্ক ভূস্তর মধ্যে নিহিত দেখা গিয়াছিল। সাইবিরিয়া প্রদেশীয় লিনা না নদীমুখে ম্যামথ নামক পূর্ব্বকালজ একজাতীয় হস্তীর সচর্ম্ম মৃত

তুষার নিহিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দেহ এমনি অবিনষ্ট ছিল যে তুষার মুক্ত হইবা মাত্র মাংসাশী পশুদল আসিয়া ভক্ষণ করে। কঙ্কালটা সেন্টপিটারসবার্গ নগরীতে অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। উক্ত জন্তুর গাত্র দ্বিস্তবক রোমাবৃত; একস্তবক কোমল, অপর কঠিন। উহার গ্রীবাদেশে সিংহের ন্যায় কেশরশ্রেণী উদ্ভিন্ন হইত। হিমা-চল শৃঙ্গে একপ্রকার হস্তীকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উহার চারিটা সুদীর্ঘ দন্ত।

জলহস্তী কেবল আফ্রিকানিবাসী। ইহারাও প্রায় হস্তীর ন্যায়। জলহস্তী উভচর। যখন জলে বাস করে, কুম্ভীরাদি তাহাদিগের উদরস্থ হয়; স্থলে উদ্ভিজ্জ ভোজন করে; তজ্জন্য ইহাদিগকে উভাশী বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে অন্যূন সাত জাতি গণ্ডার আছে। হস্তীর সহিত ইহাদিগেরও আকারের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গণ্ডা-রের নাসিকা উপরে একটি সুকঠিন শৃঙ্গ বিশেষ উদ্ভিন্ন হয়, লোকে উহাকে খড়্গ বলিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গণ্ডারের এক নাম খড়্গী রাখিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে বনশূকর আছে, ইউরোপেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রণ শূকরদিগকে কেবল আফ্রিকা খণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের গাত্রে ব্রণাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস বর্ত্তুল জন্মে বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। আমেরিকা খণ্ডে আর এক প্রকার শূকর বাস করে তাহাদিগকে পিকেরী কহে। অশ্ব, গর্দ্দভ, অশ্বতর প্রভৃতি জন্তুও স্থূলস্পর্শী। ইহাদিগকে আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডেই অধিকাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮ বর্গ। রোমন্থী।

অপরাপর স্তন্যপায়ীর অনুরূপ রোমন্থীদিগের চারিটি উদর-কোষ্ঠ আছে। ভক্ষ্যদ্রব্য সামান্যরূপে চর্ব্বিত হইয়া প্রথমতঃ একটি বৃহৎ কোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করে, তথা হইতে মধুক্রমবৎ অপরৈককোষ্ঠে যাইয়া প্রকার হয়। রোমন্থীরা বিশ্রাম সময়ে ঐ পিণ্ডগুলিকে একে একে মুখমধ্যে

উদ্গমন করত পুনশ্চর্ব্বণ পরে তৃতীয় গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। ঐ দ্বিচর্ব্বিত খাদ্য পরিশেষে চতুর্থ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুজীর্ণ হয়, রোমন্থীগণ উদ্ভিদাশী। ইহাদিগের পায়ের খুর খণ্ডিত ও মস্তকে দুইটি শৃঙ্গ আছে। সমস্ত স্তন্যপায়িবর্গের মধ্যে রোমন্থীরা আমাদিগের অতীব প্রয়োজনীয়। উহারা আমাদিগকে দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনী, ঘৃত প্রভৃতি সুস্বাদু আহার, সুন্দর উর্ণাবস্ত্র ও পাদুকা প্রদান, এবং ক্ষেত্রকর্ষণ ভার-বহন প্রভৃতি মহদুপকার সম্পাদন করিতেছে। উহাদিগের হইতেই আমারদিগের এক প্রকার সমুদায় গ্রাসাচ্ছাদন বলিলেও হয়। তন্নি-মিত্ত পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যাও অধিক করিয়া দিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যের বাস সেইখানেই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষুব রেখার দক্ষিণ প্রদেশ অপেক্ষা উত্তরে অধিক মনুষ্যের বাস তজ্জন্য তাহাদিগকেও তথায় অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তদভাবে মনুষ্যের শিল্পকার্য্য, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিত। পরমকারুণিক পরমেশ্বর জন্তুরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কি সুন্দর সামঞ্জস্যই করিয়াছেন, এক জন্তুকে অপরের কার্য্যোপযোগী করিয়া কি শৃ-ঙ্খলাই রক্ষা করিতেছেন। এক জন্তুরাজ্য হইতেই দেখ তিনি আমাদিগের কত উপকার করিতেছেন, তাঁহার দয়ার অন্ত নাই। এক খানি অস্থি হইতে এক গাছি লোম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য করি-য়াছেন, মশক হইতে হস্তী পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক করিয়াছেন।

রোমন্থীবর্গকে ৬ ছয় জাতিতে বিভক্ত করা যায় যথা,—১ উষ্ট্র জাতি, ২ মৃগজাতি, ৩ জিরাফজাতি, ৪ ছাগজাতি, ৫ মেষজাতি ৬ গো-জাতি। ১ উষ্ট্রজাতি।—আমেরিয়া ও আফরিকা প্রদেশই উষ্ট্রে জন্ম স্থান। জগদীশ্বর উষ্ট্রকে দুস্পার বালুকাক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইব উপায়স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন। আরবেরা উষ্ট্রকে মরুযা বলিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য। আরব সিরিয়া এশিয়া মাইনর, এ মিসর, আবিসিনিয়া, বার্ব্বারি প্রদেশ ও মধ্য আফরিকা প্রভৃতি ব কাময় মরুক্ষেত্র বিশিষ্ট দেশ ব্যতীত উষ্ট্রকে আর কুত্রাপি দৃষ্ট

না। হে কোমলহৃদয়া পাঠিকাগণ! এতদ্দর্শনেও কি পরমেশ্বরকে করুণাময় বলিয়া সম্বোধন করিতে সঙ্কুচিত হইবে? ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশেও উষ্ট্র জন্মে। স্বাধীনতাতারের দক্ষিণ দেশে (বাকট্রিয়া প্রদেশে) এক প্রকার উষ্ট্র আছে তাহাদিগের দুইটী ঝুঁটি থাকে। উষ্ট্রের পদতল স্পঞ্জের ন্যায় কোমল এবং বালুকাবিহারের উপযোগী। তাহারা কঠিন ভূমিতে ওরূপ দ্রুতবেগে ও স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। যিনি বালুকা বিহারী উষ্ট্রেরপদকে বালুকার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধন্য ও পরম জ্ঞানবান্। আমেরিকা প্রদেশে এণ্ডিস পর্ব্বতের সন্নিকট লামা নামে এক জাতীয় উষ্ট্র আছে। তাহারা সাধারণ উষ্ট্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ও তাহাদের ঝুঁটি নাই, এবং তাহারা সর্ব্বক্ষণ তুষার রাশি মধ্যে বিচরণ করে। ইহারা বন্য অবস্থায় অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়।

২। মৃগজাতি অতি প্রিয়দর্শন ও দ্রুতচারী। ইহাদিগের চক্ষুর চপলতা চির প্রসিদ্ধ। কবিরা সুন্দর চক্ষু বর্ণন করিতে হইলেই মৃগ লোচনের সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন। অনেক প্রকার মৃগ আছে, তাহাদিগের বিবরণ প্রয়োজন মত নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। তন্মধ্যে কস্তুরী মৃগ এক প্রকার। ইহাদিগের পুচ্ছোত্তির নাভিস্থলে এক প্রকার গন্ধময় গুটিকা জন্মে তাহাকে "কস্তুরি" বলে, পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মৃগ ঘর্ষণ দ্বারা তাহাকে প[illegible]গ করে। কস্তুরী [illegible]গের শৃঙ্গ নাই। এসিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশীয় পর্ব্বত ইহাদি[illegible] বাসস্থান। আমেরিকা মহাখণ্ডে এল্ক নামে একজাতীয় হরিণ [illegible] তাহারা আপাত বর্ত্তমান সকল হরিণাপেক্ষা দীর্ঘকায়। আল্প[illegible]হিমালয় পর্ব্বতে এক প্রকার হরিণ বাস করে তাহাদিগকে শামস্[illegible] বর্ণন করা যায়। এই জাতিকে এণ্টিলোপ কহে। আফরিকা দেশে [illegible] নামে এক প্রকার এণ্টলোপ আছে। আমেরিকা খণ্ডে এক- [illegible] ইউরোপে দুইজাতি, আসিয়ায় দশজাতি, এবং আফ্রিকায় [illegible] জাতি এণ্টিলোপ আছে। ভারতবর্ষ তিব্বত প্রভৃতি প্রদে- [illegible]র্ব্বতে কক্কার নামে এক জাতীয় হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা দেখিতে খর্ব্বকায়। লাপলাণ্ড গ্রীনলাণ্ড ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশে বল্গাহরিণ নামে এক প্রকার হরিণ আছে তাহারা তত্তৎপ্রদেশীয় লোক দিগের অত্যন্ত উপকারে আইসে। ঐ সমস্ত প্রদেশ সর্ব্বদা তুষারাবৃত। নিবাসিগণ উক্ত মৃগারোহণ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে, এবং তাহার দুগ্ধ পান, মাংস ভক্ষণ, রোমাদিতে বস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি করিয়া থাকে। এমন কি বল্গাহরিণ তাহাদিগের জীবনোপায় বলা যাইতে পারে।

৩। জিরাফদিগকে কেবল আফরিকা খণ্ডেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের দুই জাতি জানিত আছে। উষ্ট্রের ন্যায় ইহারাও শাখা পল্লব ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব।

৪। ছাগ জাতি অনেক প্রকার, তন্মধ্যে আমরা সচরাচর দুই প্রকার দেখিতে পাই, এক প্রকারকে রাম ছাগল কহিয়া থাকে, ইহারা সামান্য ছাগাপেক্ষা দীর্ঘকায় দীর্ঘরোম, দীর্ঘস্তন এবং দীর্ঘকর্ণ। আল্পাইন প্রদেশে এক জাতীয় ছাগ বাস করে।

৫। মেষজাতিকে আমরা গৃহপালিত অবস্থায় দেখিয়া থাকি। কিন্তু চারি খণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশেই তাহাদিগকে বন্যাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের হিমালয় পর্ব্বতে এক প্রকার মেষ আছে তাহাদিগকে "বারেল কহে।"

৬। আমরা সচরাচর যে সকল গো বৃষ দেখিয়া থাকি তদ্ব্যতীত আর এক প্রকার গো আছে তাহাদিগকে আমেরিকা খণ্ডে "বিসন" কহে। ইহারা পুঞ্জে পুঞ্জে পরিভ্রমণ করে।

মহিষ জাতিও এক প্রকার গো। ইহারাও অনেকে একত্র হইয়া বন্য প্রদেশে বিচরণ করে। ইহাদিগের যে দুই শৃঙ্গ অ[illegible] তাহা উহাদিগের ভয়ানক অস্ত্র। আফ্রিকা দেশের দক্ষিণ বিভ[illegible] অনেক মহিষ বাস করে।

প্রণয় সুখ।

মানুষের মনে যত প্রকার ভাব আছে, প্রণয়ের অপেক্ষা সুখকর আর কিছুই নয়। ফলতঃ প্রণয় ভিন্ন সুখ নাই, একথা বলিলেও অধিক বলা হয় না। প্রণয়ের ভাব অতি উচ্চ, উদার ও বিশুদ্ধ, ইহা হইতেই ধর্ম্মের পরিপক্কতা সাধিত হইয়া অনন্ত প্রেম সাগর ঈশ্বরে সমুদায় হৃদয়, মন, প্রাণ, সমর্পিত হয়, ইহা হইতেই যাবতীয় মনুষ্যগণকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা করা যায়, ইহা হইতেই নিঃস্বার্থ ভাবে প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় কার্য্য সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান হয় না। প্রীতি নীরস হৃদয়কে সরস করে, দরিদ্রকে রাজা অপেক্ষা অধিক সুখে সুখী করে, নির্জ্জন স্থানকে সজন করিয়া দেয় এবং ঘোরবিপদ, ও শোকেরও মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া হৃদয়কে উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত করিতে থাকে। প্রণয় সুখ বর্ণন করা দুঃসাধ্য, যাঁহার হৃদয় ইহাদ্বারা যতটুকু পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ইহার ততটুকু আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন।

আনন্দ লহরী যাহা হৃদয় গোচর,
চিত্রকরি দেখাতে না পারে চিত্রকর,
বাক্য হারে বর্ণিবারে, কৌশল যতন
গোপন করিতে নারে প্রণয় রতন।
অন্ধজনে আলোকের ভাব কি বুঝিবে,
বস্তু নাই ছায়ায় কল্পনা কি হইবে,
তেমনি না পারে কেহ করিয়া বর্ণন
দেখাতে, কেমন ধন প্রণয় রতন।
কেমন সুখেতে দিন প্রতিদিন গত,
দিবায় আনন্দ, নিশি স্বপনে জাগ্রত।
মহানন্দে থাকি সর্ব্বভূতে দয়াবান্,
প্রণয় এ নীতি শিক্ষা করয় প্রদান।

প্রেমের সাগরে মগ্ন হই যে সময়,
পাসরি আপনা, দেখি সব প্রেমময়,
সূর্য্য চন্দ্র প্রেমধারা, করে বরিষণ,
প্রেমানন্দে নাচে হৃদি, নাচে ত্রিভুবন।

প্রণয়ের মূল মনুষ্য হৃদয়ে অতি গভীররূপে নিহিত আছে। যাহা কিছু মনের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই প্রীতি করিতে মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। মনের অবস্থা অনুসারে ধন, মান, প্রভুত্ব বা বিশেষ মনুষ্যকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন বস্তুকে প্রীতি করিয়া আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, কেন না পৃথিবীর সকল বস্তুই অস্থায়ী এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য অতি ক্ষীণ ও আরও অস্থায়ী। এরূপ পদার্থকে সম্পূর্ণ প্রীতি করিতে গেলে পরে বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করিতে হয় এবং হৃদয় অত্যন্ত গ্লানিতে পূর্ণ হয়। এইজন্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "পরমাত্মাকেই একমাত্র প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।" "ইনি পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয় এবং আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়।" "পরমাত্মা অপেক্ষা যে অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, সত্য সত্যই তাহার প্রিয় মরণশীল হয়।"

পরমেশ্বরে প্রীতি সাধন চিরজীবন করিতে হইবে এবং তাহাতেই প্রীতি বিশুদ্ধভাবে চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ বিধান করিবে। কিন্তু পরমেশ্বরের এরূপ নিয়ম দেখা যায় নর নারীতে সেই বিশুদ্ধ প্রণয় ভাব অঙ্কুরিত হয় এবং ইহা[illegible]গের হইতে তাহার দৃষ্টান্ত ও গূঢ়ভাব শিক্ষা করা য[illegible] পতিপ্রাণা সতী ও সতীপ্রাণ পতির যে পবিত্র প্রণয়, ত[illegible] ঈশ্বর প্রীতি তাহারই উন্নত ভাব। পারস্য দেশীয় ধর্ম্মাত্মা কবি হাফেজ আপনার ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রণয় বর্ণনার জন্য [illegible]নাকে স্ত্রী এবং ঈশ্বরকে স্বামী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। [illegible] এব প্রণয়ের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত স্ত্রী [illegible] বিশুদ্ধ প্রণয় শিক্ষা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রণয় কাহাকে বলে? গ্রীশ দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো বলেন "মনের সহিত মনের এবং ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির এক ভাবকে প্রণয় বলা যায়। ইহা ক্ষণস্থায়ী সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্ট, পরস্পরের সহিত মিলন যত অধিক দিন হইবে, প্রকৃত প্রণয় ততই বৃদ্ধি পাইবে, এবং কেবল মৃত্যুতে ইহার বিচ্ছেদ হইতে পারে।" একজন কবি এত দূর বলিয়াছেন যে "মৃত্যুতে প্রণয়ের বিনাশ হয় যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রণয় ভাব পরলোকেও আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং পরলোকেও প্রণয়ী-দিগের মিলন হইবে।" বস্তুতঃ দুই ব্যক্তিতে ঠিক্ প্রণয় হইলে তাহাদের শরীর কেবল ভিন্ন ভিন্ন থাকে, কিন্তু মনএক হইয়া যায়। উভয়েরই এক লক্ষ্য, এক ভাব, এক চেষ্টা এবং এক কার্য্য হইয়া যায়। পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিতে পরস্পরের যতই অনুরাগ হয়, ততই তাহাদের একীভাব সম্পন্ন হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রীতির ভাব অতি আশ্চর্য্য। ইহাতে কপটতা থাকিতে পারে না। প্রকৃত প্রণয়ী না হইলে প্রকৃত প্রণয়ের ভান কেহই করিতে পারেন না। মনের আর আর ভাব গোপন রাখা যায়, অথবা সহস্র প্রকারে তাহা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু প্রণয়ের সঞ্চার হইলে তাহা গোপন করে কাহার সাধ্য? এবং একমাত্র হৃদয় দ্বারা তাহা ব্যক্ত হয়। ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, রাগ, দ্বেষ কতপ্রকারে মনের মধ্যে ক্রীড়া করে এবং বাহিরে প্রকাশ হইতে যায় কিন্তু আমি তোমাকে ভাল বাসি একথা হৃদয় না দিয়া বুঝান যায় না। প্রীতি হৃদয়ে আসিলে অন্য কোন ভাব তথায় তিষ্ঠিতে পারে না।

প্রীতির কটাক্ষপাত হলে একবার,
সকল মনের বৃত্তি হয় ছার খার,
সতর্কতা, দৃঢ়তা, জ্ঞানের পরিচয়,
সকলে ইহার কাছে মানে পরাজয়।

বসন্ত সমীরণের হিল্লোলে যেমন পুষ্প কলিকা সকল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি প্রীতির প্রভাবে হৃদয়ের সমুদায় সদ্ভাব

বিকসিত হয়। দুই তরুণ প্রণয়ীর অঙ্গ ভঙ্গী ও মুখশ্রীতে কেমন সরলতা, নম্রতা, সাধুতা, নির্ভীকতা, বিশুদ্ধতা, পবিত্র বিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুরাগের চিহ্ন প্রকাশ পায়। প্রণয় তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের অনুরূপ বেশ ধারণ করে। তাঁহারা কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ এব ধন, মান ও প্রভুত্ব স্পৃহার অকল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করিয়া বিজন প্রদেশ অন্বেষণ করেন। সেখানে তাঁহারা তৃণশয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক অবাধে পরস্পরের সহিত হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া নিত্য প্রেমের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারেন। প্রস্রবণ, কানন, নবোদিত সূর্য্য চন্দ্র এবং তারকাগণ তাঁহাদের পবিত্র প্রণয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। কখন কখন তাঁহারা আনন্দে উল্লসিত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ এবং আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ লোকনিবাসী জীব বলিয়া মনে করেন। যে তৃণ তাঁহাদের পদদ্বারা নিপীড়িত হয়, যে সমীরণ তাঁহাদের শ্বাস প্রশ্বাস সাধন করে, যে ছায়ায় তাঁহারা বিশ্রাম লাভ করেন, সে সমুদায়ই তাঁহাদের নেত্রে পবিত্র বোধ হয়। এই অসীম জগতে তাঁহারা একত্র জীবন ধারণ এবং একত্র লোকান্তর গমন ভিন্ন আর কোন সুখ দেখিতে পান না। অথবা মৃত্যু তাঁহাদের নেত্রগোচর হয় না। প্রীতি তাঁহাদিগকে অনন্ত জীবন প্রদান করে এবং মৃত্যু কেবল নিত্য মিলনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রীতি সাধনের উপায়। প্রীতির সাধন অতি কঠিন সাধন। প্রীতি যদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইত, তাহাহইলে তাহা অনায়াসে সাধন করা যাইত। কিন্তু প্রকৃত প্রণয় সম্পূর্ণ অন্তরে ব্যাপার। উভয়ের হৃদয় মার্জ্জিত, উদার এবং সদ্ভাবসম্পন্ন না হই এ প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য সংসারে প্র প্রণয়ের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রণয় মুখেই শিখিয়াছে, হৃদয়ে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাদের ভাব এত জঘন্য যে হয়ত তাহারা পশুবৎ ই সুখ ভোগকে পবিত্র প্রণয় সুখ মনে করে। ইহার জন্য সম্পূর্ণ হৃ পরিবর্ত্তন চাই। আপনার সুখের জন্য যতটুকু ইচ্ছা থ

এবং ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য যে পরিমাণে বিরাজ করিবে, প্রণয় সাধনের সেই পরিমাণে ব্যাঘাত নিশ্চয়ই হইবে। এই নিমিত্ত ইহাতে তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ়তা চাই; জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে অনুরাগ চাই; উগ্র প্রকৃতি ব্যক্তির মনঃসংযম, সরল ব্যক্তির চতুরতা, অলসের পরিশ্রম, ধনীর কামনা এবং ভোগবিলাসীর ত্যাগস্বীকার আবশ্যক। অর্থাৎ আপনার সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাকে বলিদান দিতে হইবে; মনকে নিয়মিত ও প্রকৃতিস্থ করিতে হইবে। ইহাতে অন্যের সুখে সুখ ও অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে সত্য ব্যবহার আবশ্যক। ধর্ম্ম ও গৌরবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। ভোগবিলাস বা কোলাহলের মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না এবং বহুসংখ্যক সভাদলের আড়ম্বর ও বিবাদবিসম্বাদের মধ্যেও ইহা তিষ্ঠিতে পারে না। ইহাতে সরল ব্যবহার এবং বিজনাবাসের প্রয়োজন।

প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রেমিক প্রণয়াস্পদের ধর্ম্ম এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যায়।

প্রেমালোক স্বর্গলোক হইতে নামিয়া
প্রথমে দীপিল যবে মানুষের হিয়া,
মনের প্রত্যেক ভাব পবিত্র, সরল,
"সুখীকরি, সুখীহই-বাসনা কেবল।"
পরস্পরে পরস্পরে করি সুখদান,
লভিতে বিমলানন্দ যতন সমান।

স্বর্গীয় প্রণয় নীচলক্ষ্য ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে ঘটে না। তাহারা দৈত্য [illegible]য়া বর্ণিত হয়।

কোথা অর্থের দাস করিছ ভ্রমণ?
তমোময় প্রেতালয় কর অন্বেষণ!
ধনের উপরে চক্ষু ঘোরেঅনুক্ষণ,
আত্মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হল কখন,
চিন্তার সেবায় গেল জনম তোমার,
লোকালয়ে দগ্ধমুখ দেখাও না আর।

কিন্তু সমুৎসুক নেত্রে আশ্বাসিত মনে
হৃদয় উদ্গত শ্বাস ফেলিয়া সঘনে,
লোভকর ধনে ঘৃণা করি যেই জন,
বিশুদ্ধ ভাবেতে করে প্রণয় সেবন,
সৌন্দর্য্য সাগর সেই দেখিবারে পায়,
তাহার কারণ সৃষ্ট সুখ সমুদায়।

গুণ সৌন্দর্য্যের প্রধান এবং দৃঢ়তর কারণ। পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্য অধিক বটে এবং তাহাতে আপাততঃ মনকে আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু অন্তরে গুণ না থাকিলে প্রণয় বদ্ধ হইতে পারে না। ইংরাজদিগের প্রসিদ্ধ লেখক আডিসন স্ত্রীলোকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য একস্থানে বর্ণন করিয়াছেন।

ঐ রূপবতী কুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। উহার শরীরের সৌন্দর্য্য মনের পবিত্রতা দ্বারা কত না উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। সতীত্ব, সারল্য এবং সুশীলতা উহার মুখশ্রীতে দীপ্তি পাইতেছে। ইনি আপনাকে যেমন সুন্দরী বলিয়া জানেন, তেমনি সাধু চরিত্রা বলিয়াও জানেন। রূপ ও গুণ উভয়ই নিজের জ্ঞান গোচর। উহার চক্ষুদ্বয়ে কেমন জ্যোতিঃ। উহার শরীরের কি বিমল কান্তি! উহার আকৃতি উহার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে!

ধাত্রি বিদ্যা

(৮ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় অবস্থা।

১ম। ফুল জরায়ু মধ্যে আছে, কি বাহ্য জন ইন্দ্রিয়ের : আসিয়াছে, তাহা অভ্যন্তর পরীক্ষা দ্বারা জানা উচিত।

২য়। কি প্রকার প্রণালীতে ফুল বাহির করা আবশ্যক, ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে অনূ্যন এক ঘন্টা কাল বিলম্ব উচিত।

৩য়। ফুল নির্গত হইলে তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুল না নির্গত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রসূতির বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ফুল বাহির করিবার জন্য দাইদিগের একটুও পরিশ্রম করিতে হইবে না; স্বাভাবিক প্রসবে ফুল আপনা আপনিই পড়িয়া যাইবে।

অনেকের এরূপ মত যে ফুল জরায়ু হইতে বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আসিলে, হাত দ্বারা তাহা বাহির করা ভাল কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবে হস্তক্ষেপ করাই মূর্খতা মাত্র।

শিশু ও ফুল নির্গত হইলে পর, প্রসূতির পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া আর একখান নূতন বস্ত্র পরিধান করান উচিত। এবং বিছানার অপরিষ্কার চাদর সকল এক একখান করিয়া টানিয়া লইবে। যদি "অয়েলক্লথ" পর্য্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া থাকে, তবে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে।

আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য।

প্রসূতির শয্যা ও বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মুখে একখান ৪ অঙ্গুলী প্রমাণ নেকড়া দুই তিন ভাঁজ করিয়া দিবে; তখন যে সকল রস নির্গত হইবে তাহাতে পরিধেয় বসন অপরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ঐ নেকড়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

প্রসূতির পেটের উপর ৪ অঙ্গুলী প্রমাণ চৌড়া এবং ৪ হাত [illegible] একখান কাপড় জড়াইয়া দিবে।

অনেক ডাক্তারের এরূপ মত যে প্রসবের পর শরীর সুস্থ এবং [illegible] হইবার জন্য ঔষধ সেবন বিধেয়; কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবে [illegible] সেবন যুক্তিসঙ্গত নহে এবং সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রামসবোটামও [illegible] সেবন নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।

[illegible]সব ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে অন্যূন একঘণ্টা কাল ধাত্রীর প্রসূতির [illegible] অবস্থিতি করা আবশ্যক। প্রসূতিকে পরিত্যাগ করিয়া

যাইবার পূর্ব্বে একবার জরায়ু পরীক্ষা করা উচিত, যদি সমুদয় ভাব স্বভাবতই থাকে অর্থাৎ যদি জরায়ুর সংকোচ হইতে থাকে, রক্ত অধিক নিঃসৃত না হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রসূতির কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তখন ধাত্রী প্রসূতির নিকটস্থ পরিচারিকাকে আবশ্যক কর্ত্তব্য গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গৃহে গমন করিতে পারেন। প্রথম তিন দিবস দুইবার করিয়া প্রসূতিকে দেখা আবশ্যক, এবং শেষ পাঁচদিবস একবার করিয়া দেখিলে যথেষ্ট হইবে।

পরিচারিকারপ্রতি উপদেশ।

১ ম। যদি রক্তস্রাব বা মূর্চ্ছা না হয়, তবে প্রসবের পর প্রসূতি অন্যূন একঘণ্টাকাল প্রসব শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে।

২ য়। প্রসূতি আপন ইচ্ছানুসারে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারিবে না।

৩ য়। বস্ত্র পরিধানের সময় যাহাতে প্রসূতির শরীর না নড়ে এরূপ ভাবে বস্ত্র পরিধান করাইবে।

ঈশ্বরের এমনি নিয়ম যে পরিশ্রমের পর শ্রান্তি অপহারিণী নিদ্রা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। নিদ্রা আনিবার জন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবন উচিত নহে।

ধাত্রী যখন দ্বিতীয়বার প্রসূতিকে দেখিতে যাইবেন তখন প্রসূতির নিকটস্থ পরিচারিকার নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি জ্ঞাত হইবেন।

১ ম। প্রসূতির ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না?

২ য়। প্রসূতি মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়াছে কি না!

৩ য়। রক্ত কি প্রকার নিঃসৃত হইতেছে?

যখন জ্ঞাত হওয়া হইল যে প্রসূতির ঘুমের কোন ব্যাঘাত নাই, চারি পাঁচবার ঘুম হইয়াছে; রক্ত অধিক নিঃসৃত হয় ন প্রস্রাব হইয়াছে; মল নির্গত হয় নাই। তখন জানা গেল যে গর্ভ সমুদায় ভাব স্বভাবতই চলিতেছে। উদরাময় না হইলে প্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় মলত্যাগ হয় না।

এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইলে পেটের উপর হাত দিয়া নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিবে।

১ম। জরায়ুর সম্পূর্ণরূপে সংকোচ হইয়াছে কি না?

২য়। পেটের উপর চাপ দিলে কোন রূপ বেদনা অনুভব হয় কি না?

৩য়। পেটবন্ধনীর যদি গোলমাল হইয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় ভাল করিয়া জড়াইয়া দিবে।

৪র্থ। প্রসূতির নাড়ী, জিহ্বা ও মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টি করিবে। যদি নাড়ী এক মিনিটে ৯০। ১০০ বার চলিতে থাকে, জিহ্বা রসাল ও পরিষ্কার হয় এবং মুখশ্রী স্বাভাবিক হইতে থাকে, তাহা হইলে কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিল না।

প্রসূতিকে কেবল নিরাপদ দেখিয়া গৃহে যাওয়া উচিত নহে। শিশুর প্রতি একবার দৃষ্টি করিবে। শিশু মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়াছে কি না জানিবে; যদি না করিয়া থাকে তবে যাহাতে মল মূত্র পরিত্যাগ করে এরূপ উপায় গ্রহণ করিবে। স্বাভাবিক প্রসবে প্রসূতির বা শিশুর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। (প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসা বিষয় স্থানান্তরে লেখা হইবে।)

ধাত্রী গৃহে যাইবার পূর্ব্বে "সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা" বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিবেন।

পিপাসু চাতকের প্রতি আশ্বাস।

রবি-তাপে দগ্ধ হতেছে হৃদয়,
া চাতক! বটে, হয়েছ নিশ্চয়;
কন্তু কাতরতা তব অসময়,
অপেক্ষা কর, পাইবে সময়।
হি, অসময়ে কোন্ কাজ হয়?
ান অমনি কি হয় ফলোদয়?

প্রেম-পুষ্পে পুজি বিভু ধার্ম্মিক সুজন
যথা কালে যায় চির সুখের ভবন।
"সীমা নাহি যাঁর দয়া, তাঁহার কৃপায়,
আসে সুখ, দুঃখে নাহি চির দিন যায়।"
মান কি চাতক! ইহা? হয় কি বিশ্বাস?
রবে তব চির তৃষ্ণা? নাহি হবে নাশ?

ব্যাকরণ।

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

সংজ্ঞা—বচনভেদ।

৯৭। একবচনের কোন বিশেষ আকার নাই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দ্বারা একবচনান্ত শব্দ বহুবচনান্ত হয়। সংজ্ঞাপদের বচন ভেদের নিয়ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রথম নিয়ম। ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা-পদের বহুবচনে কর্ত্তাকারকে (৫৬) 'রা' এবং অন্য কারকে 'দিগ' প্রত্যয় যোগ হয় (৫৭)। যথা;

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	রাজা	রাজা-রা
কর্ম্ম	রাজা-কে	রাজা-দিগ-কে
কর্ত্তা	বালক	বালকে-রা (*)
সম্বন্ধ	বালকে-র (*)	বালক-দিগে-র (*)
কর্ত্তা	সিংহী	সিংহী-রা
অধিকরণ	সিংহীতে	সিংহী-দিগে-তে (*)

৯৮। দ্বিতীয় নিয়ম। বস্তু বাচক সংজ্ঞার পর বহুবচনে প্রায় গুল (গুলা ঘৃণার্থে, গুলি বা গুলিন্ আদরার্থে) প্রত্যয় হয়; যথা, গাছগুল; পাথর গুলা; গৃহ-গুলি, পুস্তক গুলিন্ ইত্যাদি।

ক। অবজ্ঞা বা আদরার্থে প্রাণী বাচক শব্দের পরও গুলাদি প্রত্যয় হয়; যথা ভাই গুলা, পাখি গুলি ইত্যাদি।

৯৯। তৃতীয় নিয়ম। প্রাণী বাচক ও বস্তু বাচক সংজ্ঞা "সকল" শব্দ যোগে প্রায় বহুবচনান্ত হয়

---

(৫৬) লিঙ্গ যে রূপ বচন ও কারক সাপেক্ষ নহে, বচন তদ্রূপ নহে; ইহা কারক সাপেক্ষ। কিন্তু কেবল কর্ত্তা কারক অন্য কারকাদি হইতে প্রভেদ করিলেই ইহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। সংজ্ঞার লিঙ্গভেদ প্রথমে হয়, তৎপরে বচন ভেদ এবং অবশেষে কারক ভেদ হয়; অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যয় যোগ পর পর হয়। যথা সিংহ (শব্দ) + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়) + দিগ (বহুবচন প্রত্যয়) + কে (কারক-কর্ম্ম) = সিংহীদিগকে।

(৫৭) মনুষ্য বাচক সংজ্ঞা সচর[illegible] এইরূপে বচন ভেদ হয়। [illegible] প্রাণী বাচক সংজ্ঞা কোন [illegible] কার্য্যের কর্ত্তা বুঝাইলে এবং [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে ব্যবহৃত [illegible] এইরূপে বচন ভেদ হয়; [illegible] প্রায় তৃতীয় নিয়মে নি[illegible]

(*) প্রত্যয়ের 'র' ও 'পরে [illegible]

(৫৮)। যথা পক্ষীসকল, প্রজাসকল, অলঙ্কারসকল।

ক। সংস্কৃত শব্দের পর 'সকল' পরিবর্ত্তে 'সমূহ' এবং কেবল ব্যক্তি বাচক সংজ্ঞার পরে 'গণ' ইত্যাদি যোগে বহুবচন ভেদ হয় (৫৮) যথা দ্রব্য সমূহ, দেবগণ ইত্যাদি।

১০০। যাহা সংখ্যা করা যায় না বা আবশ্যক বোধ হয় না, তদ্বোধক শব্দের বচন ভেদ নাই, একবচনান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার বুঝাইলে যথানিয়মে বহুবচনান্ত হয়। অতএব ;—

ক। যাহা ওজন বা পরিমাণ করা হয়, সংখ্যা করা যায় না তাহার বহুবচন নাই ; যথা জল, বায়ু, স্বর্ণ, ইত্যাদি। অন্যথা স্বর্ণ সমূহ=স্বর্ণ খণ্ড সমূহ।

খ। দয়া, ধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, চিন্তাদি মানসিকভাব এবং রূপ, রস জ্যোতিঃ, ইত্যাদির বহুবচন নাই। অন্যথা সুখ সমূহ =ভিন্ন ভিন্ন সুখ, চিন্তা গুলি =ভিন্নভিন্ন চিন্তা।

গ। গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার বহুবচন নাই। যথা দীর্ঘতা, গমন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

১০১। বিশেষ সংজ্ঞার বহুবচন নাই কিন্তু উহার পর অন্য অর্থে বহুবচন প্রত্যয় হয় ; যথা

গোপালেরা=গোপাল এবং অন্যেরা, রাখালদিগের=রাখাল এবং অন্যের।

১০২। বহুত্ব বোধক বিশেষণযুক্ত

শব্দের অন্তস্থ অকার স্থানে, এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পর, 'এ' হয় ; এবং 'র' পরে 'দিগ' স্থানে 'দ' হয়। যথা বালক-রা =বালকেরা ; সৎ +রা =সতেরা ; দর্শক +দিগ + র=দর্শক +দ +র=দর্শকদের বা দর্শকদিগের।

(*) ইহা 'টা' আদি ক্লীবলিঙ্গ প্রত্যয়ের ন্যায় একটি চলিত বাঙ্গালা প্রত্যয়। ব্যাকরণ (৫০) টীকা দেখ।

(৫৮) সকল, সমূহ, গণ—ভিন্নভিন্ন শব্দ ; সচরাচর সমাসে যোগ হইয়া বহুত্ব বোধক প্রত্যয় রূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমাসে [illegible]ম্নলিখিত শব্দ যোগেও বাঙ্গা[illegible] বহু বচন ভেদ হয়।

[illegible]দায়, সমস্ত, সব (সর্ব্ব) [illegible]শবণ) বর্গ, বৃন্দ, (সংজ্ঞা) জাত, [illegible], নিচয় বা চয় (সংস্কৃত [illegible]বোধক)। সূক্ষ্ম বিবেচনায় [illegible] নিয়ম বাঙ্গালা বহুবচন [illegible] প্রকৃত নিয়ম নহে।

পদের রূপ এক বচনান্ত থাকে; যথা 'চারি পুত্র' (চারি পুত্রেরা নহে), অনেক গৃহ (গুলি নহে)

বামাগণের রচনা।

(২০ পৃষ্ঠারপর।)

নাথ! কতবার আমি তোমার এই নামামৃত পান করিয়া সাধু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু আমি দুর্ব্বলমতি কোথাহইতে প্রবল পাপ আসিয়া আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে দেয় নাই। তুমি দুর্ব্বলের বল ও অনাথের নাথ, আমার দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়া এবং আমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া কৃপা করত এই সাধু ভ্রাতার দ্বারায় ধর্ম্মের সোপান দেখাইয়া দিলে। তুমি যাহা দিয়াছ নাথ তাহা যথেষ্ট হইয়াছে. এক্ষণে আমরা নিজ নিজ চেষ্টাতে যেন দিনং তাহার উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে পারি এই আমার প্রার্থনা। নাথ! তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। নাথ! আমি নিশ্চয় জানি যে তুমি ভক্তবৎসল। তোমার ভক্তেরা যে যাহা ইচ্ছা করে, তুমি তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর। নাথ! ইহাতে আর আমার সন্দেহ নাই. আমি নিজের হৃদয়েই উহা জানিতে পারিয়াছি. আমি যে এত ঘোর পাপী তাহাতেও তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ, ইহা তোমার কম মহিমার কথা নহে। আমি যে ইচ্ছা মনে মনে করিতেছিলাম তাহাতো মনুষ্য মণ্ডলীতে কেহই কিছু জানিতে পারেন নাই কিন্তু নাথ তুমি অন্তর্যামী তুমি আমার অন্তরের ব্যাকুলতা জানিতে পারিয়া তাহা পূর্ণ করিলে। হে নাথ! তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু নামের মহিমা আজি আমার নিকট প্রকাশ করিলে. এক্ষণে নাথ তোমাকে আমার প্রতি আর একটি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে। আমি এই প্রার্থনাসনে বসিবার পূর্ব্বেই তোমাকে পাইবার জন্য কাত[illegible] হইয়াছিলাম, এখন কি আ[illegible] পিতা সেইরূপ কাতর হই[illegible] তোমার দ্বার হইতে-তোমার অ[illegible] ভাণ্ডারের দ্বার হইতে ফি[illegible] যাইব? না কখনই না। [illegible] এক্ষণে তোমাকে একবার [illegible] আমার হৃদয় মধ্যে না দে[illegible]

শুষ্ক হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইব না। তোমাকে একবার আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইতে হইবেই। অতি কাতর হইয়া আসিয়াছি একবার দয়া কর, দয়া করিয়া দেখা দেও, দেখা দিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ কর, সান্ত্বনা দান কর। আমি আর কিছু চাহি না, নাথ তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। কেবল তোমাকে দেখিতে চাই। একবার মাত্র নাথ দর্শন দেও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে, এখন আমি অনন্যমনা হইয়া তোমার দিকে হৃদয় দ্বার মুক্ত করিলাম তুমি এই অপবিত্র হৃদয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে পবিত্র কর এবং এই হৃদয়কে তোমার চির আসন করিয়া লও।

মোজাফরপুর,
শ্রীমতী সা-

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব।

পরম পিতঃ অখিল মাতঃ! [illegible]ত ভাগা বঙ্গবাসিনী গণের [illegible]বার কৃপা কটাক্ষ বিক্ষেপ কর, নতুবা আর আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা কি তোমার কন্যা হইয়া, যাবজ্জীবন এই পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিব? পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধে, কাল ক্ষেপণ করিয়া, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভে বঞ্চিতা থাকিব? অতএব হে নাথ! যদ্যপি আমরা নানাবিধ উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পশু অপেক্ষা নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্তা থাকিব, তবে আর আমাদের মনুষ্য নামেই বা কি প্রয়োজন? তদপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়। হায়! আমরা এমনই হতভাগা, যে যদিও কাহার সদাশয় পিতা আপনার কন্যাকে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তা করান, তবে তাহাতে তাহাদের কিছুই শ্রেয় সাধন হয় না। কারণ তাঁহারা কন্যার বর্ণজ্ঞান হইতে না হইতেই, বিবাহরূপ প্রবল তরঙ্গ দ্বারা উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর সমূলে উন্মূলিত করিয়া দেন। পরে যদিও কেহ কেহ বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী হয়েন, কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন শুভ ফল দর্শেনা। কেননা শিক্ষকের নিকট সুরীতিক্রমে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, ও সদুপদেশ

প্রাপ্ত না হইলে, কখনই ভ্রম রূপ কণ্টকী সমূলে বিনাশিত হইতে পারে না। বরং অল্প বিদ্যাভ্যাস জন্য হিতাহিত বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রায় সকলেই কুপুস্তক পাঠ দ্বারা আপনাদের ভ্রমান্ধতা আরো শতগুণে বৃদ্ধি করেন। অতএব হে পতিত পাবন দুঃখ বিনাশন পরমেশ! একবার কৃপাবলোকনে এই হত ভাগিনী গণের দুরবস্থা দূর কর। নহিলে আর আমাদের উপায়ান্তর নাই। পিতঃ! আমরা তোমা বিনা আর কাহার নিকটেইবা আমাদের দুরবস্থা প্রকাশ করিব? নাথ! আমরা এমনি দূরদৃষ্টা, যে যদি কোন মহাত্মা ব্যক্তি আমাদের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া তৎ প্রতীকারোদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলে দেশাচার পিশাচ এমনি বিভীৎস রূপ ধারণ করে, যে উক্ত মহদিচ্ছা বলবতী হওয়া দূরে থাকুক, উহাকে একেবারে গ্রাস করিতেই উদ্যোগ করে। অতএব নাথ! তোমা বিনা আর আমাদের এ দুঃখ পারাবারে আশ্রয় তরণী কেহই নাই। হায়! আমরা কি হতভাগা, যে শৈশবাবধি চরম কাল পর্য্যন্ত কেবল নীচ কর্ম্মেই সময় ক্ষেপণ করি। কি প্রকারেই বা না হইবে? বিদ্যা রসে বঞ্চিতা থাকিলে মন পশুর ন্যায় হয়। হায়! আমরা বুঝি কেবল নীচ কর্ম্মের নিমিত্তই এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। নহিলে কেনইবা আমরা বিদ্যারসে বঞ্চিতা থাকিব? কেনইবা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহ কারারুদ্ধা থাকিব? হায়! কি পরিতাপের বিষয়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রী র, সু, দা.
সাং কোন্নগর।

নূতন সংবাদ।

আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা কিছু দিন হইল, লিখিয়াছিলাম, আমা দিগের মাননীয়া মহার ভিক্টোরিয়া তাঁহার পরলো স্বামীর জীবনচরিত লি প্রস্তুত হইয়াছেন। ঐ দুই খানি পুস্তক প্রস্তুত হই তাহা পাঠ করিলে রাজ্ঞীর ভক্তির বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত হওয়া যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যা পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৯ সংখ্যা। | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৫। | ৪র্থ ভাগ।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

(৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

যখন প্রতি গৃহবাসিনী জননীর হৃদয়ের প্রীতিকর কোমল শক্তি সন্তানের প্রকৃত উন্নতি সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীত হইল, তখন জনসমাজের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি রমণী কুলের সাহায্য সাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে বিশ্বনিয়ন্তা মাতা ও সন্তানের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার কি অনুপম স্নেহ! তাহাদিগের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের ...তি কেমন স্বাভাবিক প্রীতিতে অনুরক্ত! একের যেমন চঞ্চলতা, ...তা; অপরের তেমনই সহিষ্ণুতা, নম্রতা। মাতা কখন স্বীয় ...তার গৌরব প্রকাশ করিয়া সন্তানের অজ্ঞতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ...ন না। প্রীতির বিশুদ্ধ ও কমনীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার উন্নত ...। বুদ্ধির প্রখর ভাব অদৃশ্য হইয়া যায়। ফলতঃ স্ত্রীস্বভাবের যে ...ভাবকে তাহাদিগের দুর্ব্বলতা বলিয়া সচরাচর উল্লেখ করা হয়, ...সমস্ত ভাব থাকাতেই এইরূপ ভিন্নপ্রকৃতি উভয় আত্মার ...দৃঢ় সম্মিলনের উপায় হইয়াছে।

...শুর অন্তঃকরণ মধ্যে প্রথমতঃ ভাবের সঞ্চার হয় এবং তৎ

পশ্চাৎ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। জননীর সহাস্য আনন দর্শনে শিশুর যে প্রথম হাস্য, তাহাই তাহার জ্ঞানরূপ আলোকময় দিবাগমের পূর্ব্ববর্ত্তী উষাস্বরূপ। মাতার প্রসারিত কোমল বাহুর আলিঙ্গনে শিশুর প্রথম আলিঙ্গন দানই তাহার ভাবানুভব করিবার নিদর্শন।

ভাবের সঞ্চার হইতে জ্ঞানের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ হয়, তজ্জন্য যিনি প্রথমতঃ মনোমধ্যে ভাবের ও কোমলতার উদ্দীপন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শক্তি সমূহের অধিকারিণী হইয়াছেন। পুণ্য কি ইহা শিক্ষা দেওয়া মনুষ্যের কার্য্য নহে কিন্তু সেই পুণ্যের ভাবকে মনোমধ্যে উদ্দীপিত করিয়া দেওয়াই স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

মাতা সন্তানকে যেরূপ পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, এক মাত্র প্রীতি দ্বারা তিনি তাহাই সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। প্রথমে তাঁহার প্রীতিতে বশীভূত হইলে, প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ করিতে স্বতঃই মন ধাবিত হয়, সুতরাং অনেক সময়ে স্বয়ং না জানিয়াও তাঁহাদিগের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

এক জন শিক্ষকের সহিত তাহার শিশু ছাত্রের সম্বন্ধ কিরূপ?

শিশু একটী অজ্ঞ জীব, শিক্ষক তাহার জ্ঞানশিক্ষাদাতা।

এক জন মাতার সহিত তাহার শিশু ছাত্রের সম্বন্ধ কিরূপ?

শিশু একটী অমর আত্মা, মাতা তাহার সেই আত্মাকে অমরত্বের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ কর্ত্রী।

উপরে যেরূপ শিশুর সহিত শিক্ষকের ও মাতার সম্বন্ধ নির্[illegible] করা হইল, তাহাতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে [illegible] শিক্ষক শিশুকে কেবল নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেন, কিন্তু [illegible] শিশুকে এরূপে শিক্ষা দেন যাহাতে তাহার সেই শিক্ষিত জ্ঞান তা[illegible] ধর্ম্ম পথে লইয়া যায়। উত্তম শিক্ষকের যত্নে 'উত্তম ছাত্র' প্রস্তু[illegible] কিন্তু উত্তম মাতার যত্নে 'উত্তম মনুষ্য' প্রস্তুত হয়। সংক্ষেপে [illegible] বাক্য দ্বারা শিক্ষকের ও মাতার কার্য্যের বৈষম্য বুঝা যাই[illegible] অতএব মাতাই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা লাভের স্থল।

শিশুকে প্রকৃত অর্থে মনুষ্যের ন্যায় উন্নত করিবার জন্য তৎপ্রতি যত্ন ও মনোযোগ প্রকাশ করা; আর শিশুর মনোভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম স্বীকার করা; এই দুইটী বিভিন্ন কার্য্য। প্রথমটীকে যথার্থ শিক্ষা দান কার্য্য বলা যায় এবং দ্বিতীয়টীকে তাহার আংশিক কার্য্য মাত্র বলিতে হইবে। একটীর প্রধান লক্ষ্য যাহাতে শিশুর সমুদয় মানসিক বৃত্তি সমঞ্জসরূপে ক্রমশঃ উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহারই উপযোগী শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করা, অপরের লক্ষ্য যাহাতে শিশু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞানরাশি লাভ করিয়া জনসমাজে আপনাকে বহুজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে তাহারই উপযুক্ত বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া।

যে মাতা এই দুইটীর প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় সন্তানের শিক্ষা দান ভার অন্যের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে জানিবেন তাঁহার শিশুর প্রকৃত শিক্ষা লাভ পক্ষে অধিক বিড়ম্বনা উপস্থিত হইবে।

ফলতঃ শিক্ষকের যত্নে তাঁহার শিশু নানাবিষয়ের জ্ঞান লাভ দ্বারা "উত্তম ছাত্র" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু সে উত্তম মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে কি না তৎপক্ষে অধিক সন্দেহ রহিয়াছে। "প্রকৃত শিক্ষা" দানের ভার অর্থাৎ যাহাতে শিক্ষা-র্থীর জ্ঞান, ভাব, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির সমঞ্জসীভূতরূপে উন্নতি হয়, তদ্রূপ শিক্ষা দান কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা চির দিন এক ব্যক্তির হস্তে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সে শিক্ষার কোন সময়ে বিরাম হইবে না, যখনই তাহা স্থগিত থাকিবে বা হস্তান্তরে অর্পিত হইবে তখ-নই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তাহার বিদ্যালয় ও গৃহভেদে কোন প্রভেদ হইবে না, তাহা সকল স্থানে ও সকল সময়ে অবিশ্রামে চলিবে।

যাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ এবং যাঁহার অন্তঃকরণ ধর্ম্মভাবে শোভিত

এবং যিনি অনায়াসে আপনার শিক্ষাধীন শিশুগণের মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ, তিনিই উত্তম শিক্ষক নামে খ্যাত হয়েন।

এই সকল গুণের মধ্যে কোন্‌টী না স্ত্রীস্বভাবসুলভ বলিয়া বোধ হয়? বস্তুতঃ মাতা অপেক্ষা কে আমাদিগকে ধর্ম্মের প্রতি সম্মাননা, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি শিক্ষা দান এবং সকল মঙ্গলের নিদান ও অনন্তের ধর্ম্মের প্রতি আত্মাকে সমুন্নত করিতে অধিক সমর্থ?

সাধারণ শিক্ষক নীতি বা অপর কোন সদ্বিষয় লইয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন; যাহা তিনি আমাদিগের স্মৃতি কোষে রক্ষা করিতে দেন, মাতা তাহা আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেন। শিক্ষক যাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন, মাতা তাহাতে আমাদিগের অনুরাগ আনয়ন করেন। সেই প্রীতির গুণেই আমরা পুণ্য পথে পদার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হই। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক বা অন্য কোন বিষয়ের সংস্কৃয়া হউক, সকল বিষয়েরই উন্নতি সাধন আমাদিগের বিবেক শক্তির বিশুদ্ধতা ও প্রকৃতিস্থতার উপর নির্ভর করিতেছে।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা কে আমাদিগের বিবেককে স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে অধিক সমর্থ?

মাতৃহৃদয়ের এই মহোপকারিণী শক্তি সর্ব্ব স্থানে সুপ্রাপ্য। রাজ প্রাসাদে বা দরিদ্রের কুটীরে, সকল স্থানে ইহা অবস্থিতি করিয়া মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকলের সুশাসন এবং চরিত্র সংগঠন করিতেছে। ফ্রান্সের অধিপতি নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন "সন্তানের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য কেবল মাতার উপর নির্ভর করে।" তিনি সর্ব্বদা আহ্লাদপূর্ব্বক কহিতেন, তাঁহার মাতাই তাঁহার উন্নতি লাভের এক মাত্র কারণ।

আশ্চর্য্য কৌশলময় মাতার হৃদয়,
মহত্ত্বের উৎস ঐ প্রেমের নিলয়!

ধাত্রীবিদ্যা।

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা।

১। এক সপ্তাহ কাল সূতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকা উচিত। যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ষণ করা উচিত নহে।

(ক) একস্থানে এক সপ্তাহ কাল আবদ্ধ না থাকিয়া যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিলে রক্ত পাতের সম্ভাবনা; সুতরাং মৃত্যু হওয়াও সম্ভব।

(খ) প্রথম দুই দিন চিড়ে ভাজা, গরম ঘৃত ও মরিচ গুঁড়া; ৪।৫ দিন রুটী; তৎপরে কই, মাগুর মাছের ঝোল এবং দুধ ভাত খাওয়া বিধেয়। ডাল বা অন্য কোন গুরুপাক তরকারী ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

২য়। সূতিকাগারে অগ্নি রক্ষা করা এককালে নিষিদ্ধ নহে। ঋতু বিশেষে আগুন উপকারী।

(ক) সূতিকাগারে এপ্রকার আগুন রাখা উচিত যাহাতে কোন অপকার না হয়; ধোঁয়া হইলে শিশুর চক্ষু নষ্ট হইতে পারে এজন্য গুলের আগুন সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩য়। মধ্যাহ্ন কালে সূতিকাগৃহের জানেলা খুলিয়া দেওয়া ভাল; বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে, এবং ভিতরের দূষিত বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। রাত্রের বায়ু অপকারক এজন্য তাহা সেবন করা উচিত নহে।

৪র্থ। দুইটী পরিষ্কার শয্যার প্রয়োজন।

(ক) ক্রমাগত এক পার্শ্বে শয়ন করিতে বিরক্তি অনুভব হয় এজন্য কখন বাম পার্শ্বে কখন বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করা ভাল। এবং অধিক ক্ষণ এক শয্যায় শয়ন করিলে বিছানা গরম হইয়া উঠে এজন্য স্বতন্ত্র বিছানায় শয়ন করা বিধেয়।

৫ম। সেক তাপ লওয়া ও ঝাল খাওয়া মন্দ নিয়ম নহে।

(ক) সেক তাপ দ্বারা বেদনার অবসান হয়; এজন্য মধ্যে মধ্যে বাহ্য জননইন্দ্রিয়ের মুখের নেকড়া আগুনে সেকিয়া বসাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে পেটেও সেক আবশ্যক। শিশুর নাভিতে সেক দিবে নতুবা নাড়ীর বেদনা দূর হইতে কাল বিলম্ব হইবে। প্রসূতি ও শিশুকে সর্ব্বদা সেক তাপ না দিলে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন

প্রকার উপায় গ্রহণ করা উচিত, গরম কাপড়ের জামা গাত্রে দেওয়া উভয়েরই কর্ত্তব্য। গরম ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ খাওয়া আবশ্যক নতুবা ইহার পরিবর্ত্তে (ব্রাণ্ডী) সুরা সেবন করাইতে হয়।

এক সপ্তাহ কাল আহারাদি ও গমনাগমনের নিয়ম থাকিলে একপ্রকার ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে; তথাপি এক মাস পর্য্যন্ত সাবধান হইয়া থাকা উচিত। সূতিকাগারে এক সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে এটী অতি উত্তম নিয়ম। এবং দেখাও যায় যে কেবল এক সপ্তাহ নহে, ক্রমাগত একমাস কাল প্রসূতিকে নিয়মাধীন থাকিতে হয়।

সূতিকাগারের অনিয়ম হেতু দেশীয় শিশুদিগের "পেচোয়" পাওয়া প্রভৃতি নানা প্রকার সংকট রোগ উপস্থিত হয়, সে সকল রোগের চিকিৎসা নিজে না করিয়া বা মূর্খ রোজাদিগকে না ডাকিয়া বিজ্ঞ ডাক্তরদ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বভাবতঃ সকল প্রসূতি স্বীয় স্বীয় শিশুকে স্তন পান করাইয়া থাকে, এজন্য সে বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্তন পান করাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রথম দুই বার স্তনের দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে।

প্রাণি-বিদ্যা।

নবম বর্গ। অদন্তী।

এই জাতীয় সকল প্রাণিরই যে একেবারে দন্তাভাব এমত নহে, কাহার কাহার পার্শ্বে দুই একটী দন্ত আছে কিন্তু সম্মুখে একটী মাত্রও নাই।

আমাদিগের দেশে অদন্তী নাই, সকলেই বিদেশীয়, তন্মধ্যে আর্মেডিলো, স্লথ ও পিপীলিকাশীই সর্ব্ব প্রধান।

পিপীলিকাশীরা দক্ষিণ আমেরিকা নিবাসী। তাহাদিগের একটীও দন্ত নাই, ভেকদিগের ন্যায় একটী সুদীর্ঘ আটাল জিহ্বা আছে

তাহা কীটাদির গাত্র স্পর্শ মাত্রেই তাহাদিগকে জড়িত করিয়া মুখ মধ্যে নীত করে।

আর্মেডিলোদিগকে আমেরিকা মহাদেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরে ওরিনাকা নদী পর্য্যন্ত তাহাদিগের বাস সীমা। অপরাপর স্তন্যপায়ীর ন্যায় ইহাদের গাত্রে রোম নাই, মৎস্য শল্কের অনুরূপ দৃশ্যমান এক প্রকার অস্থিময় আবরণ আছে। ফল মূল মাংস উদ্ভিদ সকলই ইহাদের আহার্য্য। বৃহৎ আর্মেডিলো দুই হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

শ্লথ বা অত্বরপদীও আমেরিকা মহাখণ্ডেই থাকে। মেক্সিকো হইতে রায়োজেনিরো পর্য্যন্ত ইহাদিগের বিচরণসীমা। ইহারা ফল পত্রাশী। কোন কোন অদূরদর্শী জন্তুবিৎ কহিয়াছেন যে শ্লথদিগের শরীর ও জীবন ভারবহ। কিন্তু শ্লথদিগের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেই এই ভ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। তাহাদিগকে ভূচর করিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন নাই; ভূমিতে তাহারা এক পদও স্বচ্ছন্দে চালনা করিতে পারে না। তাহারা শাখাচর; কিন্তু শাখার উপরে উপবিষ্ট হইতে অথবা বানরদিগের ন্যায় এক শাখা হইতে অপর শাখার উপরে লম্ফ প্রদান করিতে সক্ষম নহে, স্বীয় পদাগ্রস্থ সুদীর্ঘ-নখরাঙ্গুল দ্বারা বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া থাকে এবং তদবস্থায় শাখান্তরে গমন করে। এইরূপে উহারা অতি সত্বরবেগে বৃক্ষাগ্রে উদ্গমন করিতে পারে। কোন কোন শ্লথের দুইটীমাত্র পদাঙ্গুল আছে, তাহাদিগকে "দ্ব্যঙ্গুল" শ্লথ বলাযায়। ওয়াটার্টোণ সাহেব দ্ব্যঙ্গুল শ্লথের এক মনোহর বৃত্তান্ত প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন "একদা আমি এসিকুইবো নদীতটে একটা বৃহৎ দ্ব্যঙ্গুল শ্লথ ভূতলশায়ী দেখিতে পাইলাম। তাহার অনতিদূরেই এক বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল, কিন্তু অনেক কষ্ট স্বত্বেও শ্লথ তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সে পৃষ্ঠশায়ী হইয়া স্বরক্ষার্থ আপনার সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিল। অনন্তর, তুমি অন্য বিপদে

পণ্ডিত হইয়াছ বলিয়া আমি কখনই তোমার অনিষ্টের সুযোগ অন্বেষণ করিব না অতএব আইস তোমাকে তোমার ক্রীড়া কাননে লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া এক গাছি যষ্টি লইয়া তাহার সম্মুখে ধরিবা মাত্র সে স্বীয় নখর দ্বারা উহা আকর্ষণ করিল। আমি সযত্নে তাহাকে সম্মুখস্থ বৃক্ষকুঞ্জে সমর্পণ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। সে ত্বরায় একটী বৃক্ষের মস্তকে আরোহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইল।"

এই জাতীয় কতিপয় আদিমবাসী জন্তুর মৃত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে একটীর কঙ্কাল অতিশয় প্রকাণ্ড বলিয়া তাহাকে বৃহন্মৃগ বলা হইয়াছে। তাহার আলাঙ্গুল দৈর্ঘ্য প্রায় দশ হস্ত হইবে, উচ্চ পাঁচ হস্তের অধিক। হস্তীর উরুদেশের অস্থির অপেক্ষা ইহাদিগের উর্বস্থি দ্বিগুণ স্থূল। সম্মুখের পদ দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ এবং দ্বাদশ বুরুল বা একফুট প্রসর; তদগ্রে কতিপয় বৃহদাকার সনখরাঙ্গুল আছে। উহার লাঙ্গুলের মূলদেশ দুইফুট স্থূল হইবে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার পুরাবাসী জন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার নাম "মাইলোদন"। ওয়েন নামক সুপ্রসিদ্ধ জন্তুবিৎ পণ্ডিত পশ্চাল্লিখিত সুতর্কদ্বারা কি পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৃহন্মৃগ এবং মাইলোদনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কহিয়াছেন যে জন্তুদ্বয়ের দন্তের গঠন দেখিলে তাহাদিগকে পত্রাশী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদিগের গ্রীবাদেশ এমনি ক্ষুদ্র যে সামান্য বৃক্ষাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিত। কুভীয়ার প্রভৃতি পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন যে উভয়েই ভূকর্ষক ছিল, এবং ডাক্তার লাণ্ড নামা একজন দিনামার পণ্ডিত কহিতেন যে উক্ত জন্তু মূষের ন্যায় একপ্রকার উদ্খ্যামী। কিন্তু ওয়েন পণ্ডিত উভয়েরই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কহেন যে ভূকর্ষণ বা উদ্খামন জন্য উহাদিগের এবম্প্রকার স্থূল ও সবল লাঙ্গুল ও পশ্চাৎপদ প্রদত্ত হয়

নাই, যেহেতু সকল ভূকর্ষক ও উদ্যানী পশু পক্ষীরই পশ্চাদঙ্গ সকল লঘুতর দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রথমতঃ স্বীয় তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা বৃক্ষমূলের মৃত্তিকা উত্তোলন করে, পরে পশ্চাদের পদদ্বয় ও লাঙ্গু-লের যোগে একটী ত্রিপদ প্রস্তুত দ্বারা তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখের পদদ্বয় সহকারে বৃক্ষকাণ্ড আকর্ষণ করত তাহাকে ভূতল-শায়ী করিয়া পরমসুখে তাহার পত্র পল্লবাদি ভক্ষণ করে।

ঈশ্বরের কার্য্য সকলই অচিন্ত্য, তিনি কত কি উপায়ে যে জীব সকলকে আহার প্রদান করিতেছেন কে বলিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত প্রাণিদ্বয়কে ঐ সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া না দিলে অমন বৃহৎ বৃহৎ জন্তু প্রচুর খাদ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিত। তাঁহার জ্ঞান ও করুণার পার নাই। দেখ ইহাতে কি তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে না?

দশম বর্গ। চর্ব্বিক

এই জাতি মধ্যে অনেক গৃহস্থিত জন্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠ মার্জ্জার, মূষিক, খরগোশ, গিনিপিগ, মর্মট, বীবর প্রভৃতি জন্তু এই জাতির অন্তর্গত। ইহারা অপরাপর জন্তুর ন্যায় খাদ্য বস্তু কর্ত্তন বা ছিন্ন না করিয়া চর্ব্বণ করিয়া থাকে তজ্জন্য তাহা-দিগের "চর্ব্বক" নাম হইয়াছে। এই জাতীয় জন্তু মাত্রেরই পশ্চাদের পদদ্বয় সম্মুখের পদ অপেক্ষা দীর্ঘতর, তাহাতে লম্ফন কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। প্রত্যেক চোয়ালে দুইটী করিয়া কর্ত্তক দন্ত এবং পদাঙ্গুলিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ নখর আছে।

চর্ব্বকদিগকে মধ্যরেখার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ অক্ষাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে পর্ব্বতনিবাসী সুতরাং সে স্থলে তাহারা উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশ বিবেচনা না করিয়া কেবল পর্ব্বত শ্রেণীরই অনুসরণ করে। যথা এণ্ডিস পর্ব্বত শ্রেণী বাসী কাষ্ঠমার্জ্জার জাতি চর্ব্বকদিগের সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক জাতি সংখ্যা ৬০৪ ছয় শত চারি। স্তন্যপায়ীবর্গে যত জাতি আছে এই বর্গে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রায় ১৫০ জাতি কাষ্ঠ মার্জার।

কাষ্ঠমার্জারেরা পশ্চিম ও পূর্ব্বগোলার্দ্ধের দক্ষিণ বিভাগে অতি বিরল। মূষিকদিগের ৩০৬ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপী।

পর্কুপাইন জাতি কেবলই আমেরিকা বাসী। ইহাদিগের ৮৭ জাতিমধ্যে ৭ জাতিমাত্র দক্ষিণআমেরিকা বাসী।

পোলিনেসিয়া দ্বীপ পুঞ্জে পূর্ব্বে এই বর্গীয় একটী জন্তুও ছিল না, সম্প্রতি পোত গমনাগমন দ্বারা যাহা কিছু উপনিবিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপে ১৪ জাতি চর্ব্বক আবিষ্কৃত হইয়াছে। চর্ব্বকদিগের আশ্চর্য্য দন্ত প্রভৃতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাদিগের চর্ব্বক-দন্তের কঠিনতার তারতম্য থাকায় কোন ভাগ শীঘ্র কোন ভাগ বিলম্বে ক্ষয় হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন দন্তের বন্ধুরতা সম্পাদিত হইয়া কার্য্যের সুবিধা হয়। ইহাদিগের কর্ত্তকদন্ত প্রকৃতি আরও বিস্ময়জনক। সূত্রধর কি কোন শিল্পীরই এরূপ অস্ত্র নাই যাহা কখনই ক্ষয় বা অতীক্ষ্ণ হয় না, কিন্তু অনেকের এরূপ প্রার্থনা হইতে পারে বটে। সুতরাং সেই অস্ত্রের এরূপ গুণ থাকা আবশ্যক যে কোন অংশ ক্ষয় হইলে সন্নিহিত পরমাণু সকল আসিয়া তাহাকে পূরণ এবং তদ্ভাগকে স্থানোপযোগী তীক্ষ্ণতাদি প্রদান করে। এইরূপে পূর্ব্ব পরমাণু সকল যে পরিমাণে ক্ষয় হয় তদনুসারে যদি পূরণ হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ অস্ত্রের কোন স্থান বিস্ফারিত বা কুঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যের এ রূপ শক্তি নাই। সেই অদ্ভুত শক্তি অদ্বিতীয় শিল্পী সকলই করিতে পারেন। চর্ব্বকদিগের কর্ত্তক দন্তে তিনি সেই শক্তির কতক পরিচয় দিয়াছেন। দন্ত যে পরিমাণে ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে নব নব পরমাণু পুঞ্জ তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আজীবন বর্দ্ধিষ্ণু রাখে। এই স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। ওয়েন পণ্ডিত লেখেন যদি অকস্মাৎ নিম্নের একটী কর্ত্তক পতিত হয় অথবা কোন অঙ্গ বৈকল্য দ্বারা নিম্নের কর্ত্তক দন্ত উপরের কর্ত্তকের সহিত স্পর্শ

না হয়, তাহা হইলে নিম্নচোয়ালস্থ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গজ-দন্তাকারে উদ্বক্র হইতে থাকে এবং পরিশেষে মস্তকাভিমুখে গমন করে। কি আশ্চর্য্য! ঐ দন্ত মস্তকভেদ দ্বারা পুনর্ব্বার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বণশক্তি একবারে বিনাশ করিয়া ফেলে, সুতরাং নিরুপায় প্রাণির তজ্জন্য প্রাণ হানি হয়। বিশ্বকার্য্যের এমনি পরিপাটী শৃঙ্খলা যে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলে মহান্ অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

এই বর্গীয় কোন কোন জন্তু অচেতন ভাবে শীত কাল যাপন করিয়া থাকে, ইহাকে তাহাদিগের শীতবিরাম বলা যায়। আল্প পর্ব্বত নিবাসী মর্মট সমস্ত শীত ঋতু নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া এপ্রেল মাসের গ্রীষ্ম ও বারি ধারা প্রাপ্ত হইলে তবে পুনরুত্থান করে। ইন্দুর জাতীয় কোন কোন জন্তু শস্য সময়ে ক্ষেত্রের প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়া পরম সুখে শীতাপনয়ন করে। প্লুত মূষিক নামে এক প্রকার মিসরীয় মূষিক আছে তাহারা শরতে শস্য সংগ্রহ করিয়া পরমানন্দে গ্রীষ্ম বিরাম করে। এই মূষিকগণ উল্লম্ফন দ্বারা গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে প্লুত মূষিক বলা হইয়াছে।

সকলেই সমস্বরে স্বীকার করিবেন যে এই বর্গান্তর্গত কোন কোন জন্তু আমাদিগের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদিগের যে কত ইষ্ট সাধিত হইতেছে তাহাও একবার বিবেচনা করা উচিত। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে ইষ্ট ভাগ অধিক কি অনিষ্টের সংখ্যা অধিক? তাহার উত্তর সহজেই প্রদান করা যায়। এক দেশ, এক জাতি বা এক কাল নিরীক্ষণ করিলে হইবে না, কুসংস্কার রহিত প্রশস্ত নেত্রে অনুধাবন করিলে এবং আপনাদিগের অল্পজ্ঞতা ও অদূরদর্শীতার বিষয় হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিলে উপলব্ধি হইবে যে সুদূরদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ আংশিক অনিষ্ট দ্বারা জগতের সাধারণতঃ ইষ্ট সাধন করিতেছেন। কত কত দেশে ইন্দুরগণ মনুষ্যের আচ্ছাদন বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। "ইংলণ্ড দেশে এক ব্যক্তি ইন্দুরের চর্ম্ম লইয়া আপনার পাজামা, চাপকান,

মোজা প্রভৃতি সমুদায়ই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে ৬৭০ ছয় শত সত্তর ইন্দুর লাগিয়া ছিল। প্লাসলি নগরে এক বিবির এক যোড়া পাদুকা ছয়টী "ইন্দুরের পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, সুতরাং "পাদুকা যোড়াটী অতিশয় চিক্কণ ও কোমল হইয়াছিল, "এবং শিল্পকার তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। "চেমেকা দ্বীপে লোকেরা ইন্দুর মাংস ভক্ষণ "করিয়া প্রাণ ধারণ করে। চীন দেশীয়া কোন স্ত্রী কতিপয় শুষ্ক ইন্দুর বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, এক জন দুই আনা পয়সা দিয়া একটী লইল। চীনেরা শুষ্ক ইন্দুর উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া উপাদের খাদ্য জ্ঞান করে"। ইন্দুরদিগের অত্যাচার নিবারণের অনেক নৈসর্গিক ও উদ্ভাবিত উপায়ও আছে। যিনি ইন্দুরের সৃজন করিয়াছেন তিনিই তন্নাশক বিড়াল সৃষ্টি করিয়া এবং পদার্থ বিশেষকে তন্নিবারণের গুণ প্রদান করিয়া আমাদিগের অনিষ্ট দূর করিতেছেন। "আলকাতরা ও তারপিন তৈল ইন্দুরেরা সহ্য করিতে পারেনা। উহার গন্ধে তাহারা ভয়ে পলায়ন করে"। সুতরাং তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার এই এক সদুপায় বলিতে হইবে।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশীয় শশকের লোম তত্রস্থ শিরস্ত্র-কারদিগের নিকটে যাতিশয় সমাদৃত হইয়া থাকে। এই রূপে চর্ব্বকগণ আমাদিগের বড় সামান্য উপকার করিতেছে না*। ধীবরদিগের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই চর্ব্বকবর্গের উপসংহার করিতেছি। ধীবরের গৃহ নির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধন নিপুণতার বিষয় প্রায় যুবা বৃদ্ধ সকলেই বিদিত আছেন অতএব তদ্বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা আর প্রস্তাব বাহুল্য করিতে ইচ্ছা করি না। এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ইহারা কোন স্রোতস্বতী তটস্থিত বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া তাহা স্রোতবেগে বাহিত করণানন্তর কোন অভিলষিত স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করে।

---

* যে সকল পদার্থ চিরকাল থাকিলে গলিত ও প্রাণনাশক হইয়া উঠে, চর্ব্বকগণ তাহা বিদূরিত করিতেছে, এবং আপনারাও কত ক্ষুদ্র পশু পক্ষীর একমাত্র আহার স্বরূপ হইয়াছে।

শীতকালে মনুষ্যের ন্যায় সমাজবদ্ধ হইয়া তথায় বাস করিয়া থাকে। আমেরিকা এবং ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়েন পণ্ডিত, পূর্ব্বকালে ব্রিটন দ্বীপে বীবরের অধিবাস ছিল ইহা স্থির করিয়াছেন।

বাক্য।

পরুষ বচনে কিম্বা সামান্য কারণে,
অপমান করি, কারো ব্যথা দেয়া মনে,
কখন কাহারো তাহা সমুচিত নয়,
করিলে, তাহার শত্রু পদে পদে হয়।
রূঢ় ভাষী, বিষধর অহির সমান,
লোকালয়ে উভয়ের সমান সম্মান।
মুখ দোষে বিষধরে কেহ না আদরে,
থাকিতে ইচ্ছুক সবে তাহার অন্তরে।
সেইরূপ যেই জন রূঢ় ভাষী হয়,
তাহারো অহির দশা নাহিক সংশয়।
নিঃসঙ্গ হইয়া যথা সর্প বিলে রয়,
কটু ভাষী জন তথা সঙ্গ শূন্য হয়।
প্রিয় কথা কহিবারে হবে সযতন,
দেখো কিন্তু মিথ্যা তাহা না হয় কখন।
প্রিয় হবে অথচ যা মিথ্যা কভু নয়,
প্রশংসিত সেই বাক্য জানবে নিশ্চয়।
প্রিয়, হিতকর, মৃদু, সত্য যে বচন,
তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুধ গণ কন।
হংস ও শূকর ধর্ম্ম করি দরশন,
বিবেচিয়া দেখ দেখি কে সাধু কুজন।
কাহার সদৃশ কাজ করা সমুচিত,
উপযুক্ত কাহারি বা করা বিপরীত?

অসার সরায়ে ফুলা সার যথা লয়,
সেই রূপ সাধুজন সার গ্রাহী হয়।
সাধুর সকল কাজ সম্মুখে রাখিয়া,
অনুরূপ কর তার মনোযোগ দিয়া।
সত্য বটে কিন্তু যাহা অপ্রিয় বচন,
প্রয়োজনাভাবে তাহা কবেনা কথন।
রসনাগ্রে না আনিবে কর্কশ বচন,
প্রিয় বাদী হতে সদা করিবে যতন।
কাল পেঁচা কিম্বা যদি দাঁড় কাক ডাকে,
বল দেখি কোন্ জন আদরে তাহাকে?
কিন্তু কোকিলের সুধা স্বর শুনি কাণে,
এ জগতে কোন্ জন তারে না বাখানে?
রাখিতে সবার মান করিবে যতন,
যে যেমন জন, তারে, কহিবে তেমন।
সন্তুষ্ট হবেন কেহ বলিয়া, তাঁহার
চাটু কার হয়া নহে উচিত কাহার।
সতত যাহারা কহে কর্কশ বচন,
তা হেয়ে ঘৃণিত হয় চাটুকার জন।
কাহার কাহার আছে এই রূপ রোগ,
মিথ্যা দোষ গুণ কারো করিয়া প্রয়োগ
অন্যকে করিতে তুষ্ট যত্নপর হয়,
অথচ অজ্ঞাত নহে প্রকৃত বিষয়।
এরূপো আছেন কেহ অন্য দোষ গুণ,
বস্তুতঃ যা পরিমিত তিল কিম্বা ঘুণ;
বাড়ায়ে তাহারে করে পর্ব্বত আকার,
চাটু কার হেতে তারা ঘৃণ্য সবাকার।
যাবৎ অন্যের কথা সমাপ্ত না হয়,
তত ক্ষণ কথা কহা উপযুক্ত নয়।

কথার উপরে কথা যেইজন কয়,
কারে বলে সভ্যতা সে অবগত নয়।

ব্যাকরণ।

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

সংজ্ঞা—কারক।

১০৩। সংজ্ঞা ও প্রতিসংজ্ঞার যে আকার ভেদ দ্বারা (৫৯) ক্রিয়াপদ, সম্বন্ধ বাচক পদ ও অন্য এক সংজ্ঞা পদের সহিত উহাদের যোগ স্থাপন হয়, তাহার নাম কারক। (৬০)

বিশেষণের কারক ভেদ হয় না, কিন্তু সংজ্ঞার ন্যায় ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ বিশেষ্য অনুক্ত হইলে, যথা নিয়মে কারক প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা জ্ঞানী-র=জ্ঞানী ব্যক্তির ; ভাল- র=ভাল ব্যক্তির ; ভাল-তে =ভাল বিষয়েতে ; নীচ কে =নীচ লোককে।

---

(৫৯) আকার ভেদ কারকের প্রধান লক্ষণ, ইহা স্মরণ না করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণে বাঙ্গালায় 'দ্বারা' 'হইতে' যোগে ভিন্ন ভিন্ন কারক অনুমান করা হয়। কিন্তু ভিন্ন পদের যোগে কারক ভেদ স্বীকার করিতে হইলে, প্রতি, সহিত, উপর, জন্য ইত্যাদি সম্বন্ধ বাচক পদ যোগে অসংখ্য কারক গণনা করিতে হয়!

যে শব্দ পৃথক ব্যবহার হয় তাহা প্রত্যয় নহে। 'দ্বারা' 'হইতে' আদি সম্বন্ধ বাচক পদ যোগে সম্বন্ধ কারক হয় ; যথা নর-দ্বারা=নরের দ্বারা ; ব্রাহ্মণ-হইতে=ব্রাহ্মণের হইতে, যেরূপ গৃহমধ্যে বা গৃহের মধ্যে, বৃক্ষোপরি=বৃক্ষের উপরি ইত্যাদি। 'হইতে' এবং কখন কখন 'দ্বারা' যোগে সম্বন্ধ কারক চিহ্ন র কারের, উচ্চারণসুবিধা সমাস বা ব্যবহারানুরোধে, লোপ হয় মাত্র। যদি তজ্জন্য ভিন্ন কারক স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'পর্যন্ত' 'বিনা' যোগেও কারক ভেদ করিতে হয়? যথা কাশীপর্যন্ত, অস্ত্রবিনা। সংস্কৃত ভাষার আকার ভেদ দ্বারাই করণ ও অপাদান কারক গ্রাহ্য হইয়াছে (যথা নরেণ, ব্রাহ্মণাৎ)।

(৬০) আধুনিক ভাষায় উক্তরূপে কারক ব্যবহৃত হয় ; সংস্কৃত

১০৪। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের চারি প্রকার রূপে কারক পরিচয় হয়।

কারক-রূপ।

প্রথমরূপ ,, ,, প্রকৃতরূপ (৬১) অথবা লিঙ্গ ও বচনান্ত শব্দ।
দ্বিতীয় ,, ,, 'কে' বা 'রে' প্রত্যয় যোগ।
তৃতীয় ,, ,, 'তে' বা 'য়' প্রত্যয় যোগ।
চতুর্থ ,, ,, 'র' প্রত্যয় যোগ।

রূপান্তর নিয়ম। প্রত্যয়ের 'ত' কিম্বা 'র' পরে থাকিলে পদান্ত অ-কারের পরিবর্ত্তে এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পর এ-কার হয় (৬২)। যথা মন-তে= মনেতে, নর-র= নরের, সৎ-তে= সতেতে, মহৎ-র= মহতের। তৃতীয় কারক রূপের চিহ্ন 'তে' অনেক স্থলে লোপ হইয়া উক্ত উৎপন্ন এ-কার মাত্র চিহ্ন থাকে, যথা মনেতে বা মনে।

উপরোক্ত 'ত' 'র' পরে থাকিলে স্বরান্ত এক ব্যঞ্জন বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের পরও এ-কার হয়, কখন কখন 'য়ে' এইরূপে লিখিত হয়। যথা দে-তে= দেতে বা দেএতে দেয়েতে বা দেয়ে ('তে' লোপ); ক-র= কএর বা কয়ের।

ভাষায় কারক শব্দ ক্রিয়া পদের সহিত যোগ প্রকাশ করে, সুতরাং সংজ্ঞার সহিত যোগ প্রকাশক সম্বন্ধ কারক কারক বলিয়া গণ্য নহে। বাঙ্গালা, ইংরাজী আদি আধুনিক ভাষায়ই সম্বন্ধ বাচক পদ পৃথক পদ বলিয়া গ্রাহ্য এবং তৎ সংযোগে কারক ভেদ হয়, যথা ইংরাজী ভাষায় কর্ম্ম কারক ও বাঙ্গালায় সম্বন্ধ কারক হয়।

(৬১) প্রত্যয় বিহীন রূপই শব্দের প্রকৃত রূপ। তদুত্তর লিঙ্গ বচন কারক প্রত্যয় যুক্ত হইয়া সংজ্ঞা পদ বাক্যান্তর্গত হয়। প্রতিসংজ্ঞা, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পদও বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় যোগে পদ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। শব্দ মাত্রেই নাম, এবং এক ভাবে সংজ্ঞাপদ বলা যায়; অতএব তাবৎ বাঙ্গলা শব্দ এই প্রথম রূপেই থাকে। যথা নর, সিংহ, কহ, দেবাদ, আত্র, উত্তম, হাহা, না ইত্যাদি। প্রতিসংজ্ঞা ও ক্রিয়া-পদের প্রকৃত রূপ প্রায়ই ভাষায় ব্যবহার হয় না।

বিশেষ বক্তব্য।

প্রথম রূপ। যাহাতে কোন প্রকার কারক চিহ্ন নাই, তাহা অন্য হইতে প্রভেদ করিতে গেলেই একটি বিশেষ রূপ বলা যায়, যেমন বর্ণাভাবকে কৃষ্ণবর্ণ নামে একটি পৃথক বর্ণ কল্পনা করা হয়। ইহারই পর কারক প্রত্যয় যোগে দ্বিতীয়াদি রূপ হয়। প্রতিসংজ্ঞায় প্রথম রূপ 'ই' প্রত্যয় যোগে হয়; কিন্তু সংজ্ঞাপদে প্রথম রূপে কোন প্রত্যয়, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত নাই। ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার বহু-বচন প্রত্যয় 'রা' কারক সাপেক্ষ বলিয়া কারক চিহ্ন জ্ঞান করিলে উহাকে প্রথম রূপের প্রত্যয়ও কহা যায়।

দ্বিতীয় রূপ। সম্প্রদানে এবং কোন কোন স্থলে শ্রুতিলালিত্য

ভাষান্তরিত শব্দের যে রূপের উত্তর বাঙ্গালা প্রত্যয় যোগ হয় তাহাই বাঙ্গালায় প্রকৃতরূপ বলিয়া গ্রাহ্য। যথা, ভ্রাতা, গুণী (সংস্কৃত) আদালৎ (পারসী) কুইন, জজ্ (ইংরাজী) বাঙ্গালায় প্রকৃত শব্দ। ভাষান্তরিত শব্দ প্রায়ই পূর্ব্ব ভাষার প্রকৃতরূপ অথবা কারকের একবচনান্ত প্রথম রূপ হইতে গৃহীত। কখন কখন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। যথা সংস্কৃত প্রথমা এক বচনের (অং) ও (অঃ) বাঙ্গালায় লোপ হয়; যথা নরঃ= নর, ধনং= ধন। পারসীর পদান্ত হ-কার অ-কারে পরিণত হয় বা লোপ হয়, বাদশাহ= বাদশাহা বা বাদশা। ইংরাজী পদান্ত সংযুক্ত বর্ণের পর অ-কার যোগ এবং উচ্চারণের অপভ্রংশও হয়, যথা গবর্ণ্মেন্ট্ = গবর্ণমেন্ট, ডেস্ক্= ডেক্স। ইত্যাদি পরিবর্ত্তন কারকের প্রথম রূপ প্রত্যয়ের ফল নহে। (পদোৎপত্তি খণ্ডে দেখ)

ভাষান্তরিত শব্দে পূর্ব্বভাষার লিঙ্গ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বাঙ্গলায় চলিত হয়; কিন্তু বচন ও কারক প্রত্যয় বাঙ্গালা নিয়মেই হইবেক। যথা সিংহী, মিস্ট্রেস্।

(ঢ়.) উচ্চারিত অ-কারান্ত কতিপয় বিশেষ শব্দ এবং অন্য কতিপয় শব্দের 'র' 'তে' পরে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা বড়-র, ভাল-তে, ধারুওয়ান-তে।

জন্য 'কে' পরিবর্ত্তে 'রে' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা যমকে বা যমেরে দিলেন; সীতাকে বা সীতারে বলিলেন।

তৃতীয় রূপ। অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণান্ত শব্দের পর কখন কখন 'তে' পরিবর্ত্তে 'য়' যোগ হয়। ই-কারাদি স্বরের পর ঐ প্রকার রূপ বাচনিক ভাষা মাত্রে ব্যবহৃত হয়, পুস্তকে লেখা যায় না। যথা রাজাতে বা রাজায়; (ই-কারাদি) 'গরুয় কি না খায়' বা 'গরুতে কি না খায়'।

চতুর্থ রূপ। হইতে, দ্বারা, পর্য্যন্ত, বিনা ইত্যাদি কতিপয় শব্দ পরে থাকিলে 'র' কার প্রায় লোপ থাকে। যথা বৃক্ষ হইতে, অর্থ দ্বারা, সীমাপর্য্যন্ত, ধনবিনা।

নূতন সংবাদ।

১ম। আমরা সাতিশয় আহ্লাদের সহিত পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং বাঙ্গালা এই তিন স্থানের তিন প্রধান নগরে এক একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে গবর্ণমেন্ট পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ১২০০০ করিয়া টাকা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এবং কলিকাতার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত ও সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্পন্না হইয়াছে।

২য়। "আমেরিকায় এক প্রস্তাব হইতেছে যে, লণ্ডনে গটাপারচার চোঙ্গের দ্বারা গ্রাম হইতে বিশুদ্ধ বায়ু যোগান হইবে। বাষ্পের শক্তিতে সারি পাহাড় হইতে চোঙ্গ দিয়া বায়ু টানিয়া আনা হইবে।"

বামাগণেররচনা।

(৪৫ পৃষ্ঠারপর)

পশু হইতেও পৃথিবীর যে রূপ হিত সাধন হয়, এই হতভাগিনীদের হইতে বুঝি তাহাও সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যদিও তাঁহাদের উপর একটি মহৎকর্ম্মের ভার সমর্পিত আছে, অর্থাৎ সন্তানকে উত্তমরূপে লালন পালন করা ও তাহাদের সুশিক্ষা প্রদান করা, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে সুনিপুণা হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত কার্য্যের তিল মাত্র বিষয়ও সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারগ হয়েন না। আমরা এমনই হতভাগা, যে আমাদের মধ্যে যদি কেহ তোমার কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিতে উদ্যোগ করে, তবে তাহার সে আশা সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, ভুজঙ্গিনী সমা প্রাচীনা গৃহিনীগণ অজ্ঞান রূপ

বিস্তীর্ণ করিয়া, একেবারে তাঁহাকে দংশনে উদ্যতা হয়েন। যদি কেহ উক্ত ভয়ানক প্রতিবন্ধক লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ উপভোগ করিতে সমর্থা হন, তিনিই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হয়েন। কিন্তু ইহা অতি বিরল। কারণ বিদ্যা শিক্ষা না করিলে, ধর্ম্মজ্ঞান হওয়া অতিশয় সুকঠিন। অতএব হে অনাথ বন্ধো! কৃপা সিন্ধো! একবার কৃপাদৃষ্টে আমাদের এই রূপ ক্ষমতা দেও, যাহাতে আমরা এই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার কন্যা নামের বাচ্য হইতে পারি, ও যাহাতে তোমার অমোঘ নিয়ম সকল কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করি।

শ্রী বা, সু, ঘো।
কোন্নগর।

বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক শিশুদিগের প্রতি উপদেশ।

শুন ওহে শিশুগণ, শুন ওহে শিশুগণ,
শৈশব অবধি কর, বিদ্যা উপার্জ্জন।
কর যতন এখন, কর যতন এখন,
যাহাতে পাইবে সবে বিদ্যা মহাধন॥
যদি এমন সময়, যদি এমন সময়,
আলস্য বা আমোদেতে, অবসান হয়।
তবে না পাবে কখন, তবে না পাবে কখন,
বিদ্যাধন হয় যাহা, অমূল্য রতন।
ক্রমে সংসার অনল, ক্রমে সংসার অনল,
তাপিত করিবে সদা, হইয়া প্রবল।
ইথে বুঝ শিশুগণে, ইথে বুঝ শিশুগণে,
এই বেলা চেষ্টা কর, বিদ্যা উপার্জ্জনে॥
দেখ মূর্খ যেইজন, দেখ মূর্খ যেইজন,
মনুষ্য নামেতে সেই, না হয় গণন।
শুদ্ধ বিদ্যাহীন নরে, শুদ্ধ বিদ্যাহীন নরে
সকলে তুলনা করে, বনের বানরে।
যায় জীবন বৃথায়, যায় জীবন বৃথায়,
কাহারো নিকটে নাহি, সমাদর পায়।
হিতাহিত বিবেচিতে, হিতাহিত বিবেচিতে,
নাহি পারে মূর্খ নর, আপন বুদ্ধিতে॥

আর বিদ্যাহীন জন, আর বিদ্যাহীন জন,
    ধর্ম্ম জ্ঞানী প্রায় সেই, না হয় কখন।
যদি দেখিয়া এসব, যদি দেখিয়া এসব,
    তথাপি না হয় ওহে, জ্ঞানের উদ্ভব॥
তবু সময় রতন, তবু সময় রতন,
    আমোদে মাতিয়া যদি, করহে যাপন।
তাহা হলে শিশুগণ, তাহা হলে শিশুগণ,
    জানিতে পারিবে নাহি, ঈশ্বর স্বজন।
কত আছয়ে কৌশল, কত আছয়ে কৌশল,
    যাহার কারণ হয়, শোভিত ভূতল॥
কিবা নদ নদী গণ, কিবা নদ নদী গণ,
    পর্ব্বত সাগর আর, নির্জ্জন গহন।
কিবা তারা অগণন, কিবা তারা অগণন,
    নিশীথ কালেতে করে, আকাশ শোভন।
ফলফুলে বৃক্ষগণ, ফলফুলে বৃক্ষগণ,
    কেমন সুন্দর শোভা, করয়ে ধারণ।
কেবা রচিল এমন, কেবা রচিল এমন,
    কি কৌশলে এ সকল, হয়েছে স্বজন।
কিছু বুঝিতে নারিবে, কিছু বুঝিতে নারিবে,
    পশুর সমান নীচ, হইয়া থাকিবে।
দেখ জলের কারণ, দেখ জলের কারণ,
    কেমন বাষ্পেতে তাহা, হয়েছে স্বজন।
পরে সেই জল হতে, পরে সেই জল হতে,
    পুনরায় বাষ্প হয়ে, উঠে আকাশেতে।
এই জল ও বাষ্পেতে, এই জল ও বাষ্পেতে
    কেমন অদ্ভুত যান, চলেছে ত্বরিতে।
দেখিয়া হে এ সকল, দেখিয়া হে এ সকল,
    বুঝিতে পারিবে নাহি, ইহার কৌশল।
কিবা শারীর বিধান, কিবা শারীর বিধান,
    গণিত ভূগোল কিবা, পদার্থ বিজ্ঞান।
কোন বিদ্যা না জানিবে, কোন বিদ্যা না জানিবে,
    অজ্ঞান তিমিরে মন, আচ্ছন্ন থাকিবে।
তাই বলি হে এখন, তাই বলি হে এখন,
    শৈশব অবধি সব, বিদ্যা উপার্জ্জন।

শ্রী মতী রমাসুন্দরী ঘোষ।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত ৪১ সং কালেজষ্ট্রীট।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭২ সংখ্যা } শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১২৭৬ { ৫ম ভাগ

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা।

অস্মদ্দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশে বালিকা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া এক প্রকার শিক্ষালাভ হইতেছে। কিন্তু বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন সুযোগই হয় নাই; এজন্য বামাবোধিনী সভা ১২৭২ সাল হইতে তাঁহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রতিবৎসর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন, এবং যাঁহারা ঐ পরীক্ষার অধীন থাকিয়া নিয়মিত রূপ শিক্ষা করেন, বৎসরের শেষে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকেও উপযুক্তরূপ পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়া থাকে। অর্থাভাব প্রযুক্ত গত বৎসর কেবল ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই। এ বৎসর তাঁহারা আবার এ বিষয়ে সযত্ন হইয়াছেন। পত্রিকার শেষে এ বৎসরের পরীক্ষা পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইল। অন্যান্য বৎসরে কঠিন তালিকা বলিয়া লোকে যে আপত্তি করিয়াছিলেন এবৎসর আর সেই রূপ করিবার যো নাই। অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইয়াছে সুতরাং এবার অধিক ছাত্রী

আশা করা যাইতে পারে। যাঁহারা সময় অভাব বা কঠিন তালিকা বলিয়া অন্যান্য বৎসর পরীক্ষা দিতে সাহসী হন নাই, এবৎসর তাঁহারা উৎসাহের সহিত পরীক্ষা দেন আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা; কারণ এ বৎসরের পরীক্ষার বিষয় গুলি এত সহজ যে অল্প পরিশ্রম ও অল্প সময় মধ্যে শিক্ষা লাভ হইতে পারিবে।

ছাত্রীদিগের প্রতি বিশেষ বক্তব্য যে তাঁহারা যেন এ বৎসর অধিকতর উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা লাভ করেন। যাঁহারা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিবেন তাঁহারা তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তাহারা যে পুরুষদিগের মত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের নিজের যত্ন ও চেষ্টা না থাকিলে কোন কালেই তাঁহাদের অবস্থান্তর হইবে না।

পাঠিকাগণ! তোমরা আর জড়পিণ্ডের ন্যায় অলস হইয়া সময় ক্ষেপণ করিও না। উন্নত ভগ্নীদিগের অনুগামিনী হইয়া চলিতে শিক্ষা-কর। তোমরা যদি নিজের অধিকার নিজেই পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা অলস হইয়া নিজেই আপনাদের উন্নতির পথে কন্টক রোপণ কর, তাহা হইলে পুরুষে যত কেন তোমাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন না কখনই তাঁহারা সফলমনোরথ হইতে পারিবেন না। পুরুষেরা তোমা-দের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, এখন কেবল তোমাদের যত্ন চাই, চেষ্টা চাই।

স্ত্রীলোকের গুণে রোমনগরের পরিত্রাণ।

খৃষ্টের জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ রোমনগরের সংস্থাপন হয়। নূতন নগর কেবল পুরুষে পূর্ণ হইয়াছিল, তথায় একটী মাত্র স্ত্রীলোক ছিল না। পুরুষদিগের অধিকাংশ দস্যু, তস্কর ও অসৎ লোক হইতে গৃহীত হওয়াতে চতুর্দ্দিকস্থ জাতিরা তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করিত না। রোমের সংস্থাপক রমুলস স্ত্রীলোক

সংগ্রহের জন্য একটী কৌশল করিলেন। রোমে একটী ক্রীড়া দর্শনের জন্য চারিদিকের লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতিবাসী সেবাইন জাতি স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যা সকল লইয়া ক্রীড়া দর্শনার্থ উপস্থিত ছিল। রোমীয় যুবকদিগের ক্রীড়া দর্শনে যখন সকলে মুগ্ধ হইয়াছে, এমত সময়ে রমলস একটী ইঙ্গিত করিলেন রোমীয়েরা তৎক্ষণাৎ সেবাইন কুমারীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিল। সেবাইনেরা অপমানিত ও ভীত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল। কিছুদিন পরে তাহারা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রোমীয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত উভয় দল তুল্য পরাক্রমে সংগ্রাম করিল। অবশেষে সেবাইনেরা রোমের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এককালে রোমের সমূলচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে রোমীয় স্ত্রীলোকেরা মধ্যস্থ হইয়া উভয়জনের মধ্যে সন্ধি বন্ধন করিয়া দিলেন।

রমুলশলের পত্নী হার্সিলিয়া এই কার্য্য সাধনের জন্য রোমীয় সভায় প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের প্রত্যাগমনের প্রতিভূ স্বরূপ এক একটী সন্তান রাখিয়া সেবাইনদিগের নিকট চলিলেন। তাঁহারা অলঙ্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া শোকপরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণতলে পতিত হইলেন। হার্সিলিয়া সকলের হইয়া এই সুমধুর হৃদয়ার্দ্রকারী বক্তৃতা করিলেন।

"আমরা আপনাদিগের নিকট কি অপরাধে অপরাধী যে আমরা এত ক্লেশ বহন করিয়াছি ও করিতেছি। এখন আমরা যাহাদের অধীন তাহারা বলপূর্ব্বক ও অন্যায়রূপে আমাদিগকে হরণ করিয়াছিল, তৎপরে এতদিন আমাদের পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়েরা আমাদিগের তত্ত্ব লইলেন না, তাহাতেই আমাদিগের অত্যাচারীদিগের সহিত আমরা চিরপ্রণয় বন্ধন করিতে বাধ্য হইলাম। যাহারা আমাদিগের প্রতি এত শত্রুতা করিয়াছে এখন তাহাদিগের বিপদ দেখিয়া ভয়ে আমাদিগের হৃদয় কম্পমান হইতেছে এবং তাহাদিগের পতন আশ-

স্থার আমাদিগের শোক উথলিয়া উঠিতেছে। আমরা যখন কুমারী ছিলাম, তখন অত্যাচারীদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে আপনারা আসিতে পারিলেন না; এখন পতির পার্শ্ব হইতে পত্নীদিগকে এবং সন্তানদিগের স্নেহপাশ হইতে মাতাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে আপনারা আসিয়াছেন; আপনারা আমাদিগের প্রতি অবহেলা করিয়া যত অপকার করিয়াছেন এই স্নেহ প্রকাশ দ্বারা তদপেক্ষা অধিক করিতেছেন। আমাদিগের ভাগ্যে আপনাদের হইতে এইরূপ দয়া লাভ করিলাম। যদি আপনাদের যুদ্ধ করিবার জন্য কোন অভিসন্ধি থাকে, তথাপি আমাদিগের অনুরোধ অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হউন। আপনারা যাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছেন, আমরা আপনাদিগকে তাহাদিগের শ্বশুর, মাতামহ অথবা অন্য প্রকার নিকট সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়াছি। যদি আমাদিগের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাকেন তবে আমাদিগকে এবং আপনাদিগের জামাতা ও দৌহিত্রিদিগকে গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই আমরা পিতা মাতা ও আত্মীয়দিগের সামগ্রী হইয়া থাকিব, নতুবা অপরের হস্তগত হইতে হইবে।"

হার্সলিয়ার অশ্রুপাত ও কাতরোক্তি এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য স্ত্রীগণের রোদন ও প্রার্থনায় সেবাইনেরা রোমীয়দিগের সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল। পরে উভয়জাতি বিবাদ ভঙ্গ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিল।

রোমীয় রমণীগণের এই কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের পিতৃভক্তি ও পতিব্রতা এই দুই মহৎগুণ এককালে প্রতিপন্ন হইল। রোমীয় সভা এই নিমিত্ত স্ত্রীজাতির অনেক সম্মানসূচক অধিকার প্রদান করিলেন। তাহাদিগের স্মরণার্থে মাতৃনালিয়া নামে একটী ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিবর্ষে সেই উপলক্ষে রোমীয় গৃহিণীগণ স্ব স্ব স্বামীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিতেন।

চিত্তবিনোদিনী।

নবম অধ্যায়।

পরদিবস অতি প্রত্যুষে চারুচন্দ্র গবাক্ষদ্বার হইতে বহিঃস্থ কোন ব্যক্তির অপেক্ষা করিতেছেন যে দ্বার উন্মোচন করে। ক্রমে অরুণোদয় হইল। কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। ব্যগ্রতা প্রযুক্ত দ্বারদেশে গিয়া জোরে দ্বারমোচনে সচেষ্ট হইলেন; দেখিলেন দ্বার বদ্ধ নহে, আকর্ষণ মাত্রেই মুক্ত হইল। তখন চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন, একি! কল্য ভূয়োভূয়ঃ সবল চেষ্টায় যাহা হইল না, অদ্য স্পর্শমাত্রে সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। যাহা হউক দ্রুতপদে সেই নির্জ্জন পুরী মধ্যে গেলেন। জনমানবের চিহ্নও নাই। তবে রজনীর ব্যাপারটি কি স্বপ্ন? চারু নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। প্রবল ঝটিকা, পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ, সিপাহীর উৎসাহপূর্ণ বাদানুবাদ, অজ্ঞাত তূরীধ্বনি, আবাস দ্বার মোচনের বিফল চেষ্টা এখনও স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি এসকলকে স্বপ্ন বলিতে হয়, তাবৎ জীবনই স্বপ্নময়। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করাতে দ্বারদেশে একখানি পত্র পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। গত রজনীর সপাহী স্বীকৃত আত্ম-পরিচয় বিবরণ বোধে অসন্দিগ্ধচিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। যে ভাবে ও যতক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছিলেন তাহাতে বোধ হয় পত্রখানি সুদীর্ঘ এবং কোন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সূচক।

পত্রপাঠে চারুচন্দ্র কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া যেন অন্যমনস্ক হইলেন। চিন্তার অভাবে যেরূপ, বহুচিন্তায়ও তদ্রূপ অন্যমনস্কতা জন্মে। কিয়ৎকাল এরূপ অবস্থায় থাকিয়া পত্রের শেষভাগটি প্রকাশ্যে পড়িতে লাগিলেন। চক্ষুর প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া যেন স্বীয় কণ্ঠোচ্চারিত শব্দাকর্ণনে শ্রোত্রের প্রমাণে উহা দৃঢ়ীভূত হইবে মনে করিলেন!—

আমি নিজ হৈতে আপনাকে তাবৎ কথা বলিলাম, বন্ধু ভাবে বা শত্রু ভাবে যে উপকারে আইসে লউন। এখন আমি আপনাকে ভয় করি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকেও ভয় করি না।

এই পত্রাংশ পড়িলেন, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ঐ গম্ভীর শব্দচয় প্রতিধ্বনিত করিল। চারু লোমাঞ্চিত হইলেন। একবার ভাবিলেন, এ সকলই মিথ্যা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করে, এরূপ নির্ব্বোধ কে আছে? পরক্ষণেই পত্রোল্লিখিত বিবরণের সম্ভবপরতা, সুপরিজ্ঞাত সংবাদের সহিত একতা এবং রচনার সরলতায়, উহার সত্যতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। সিপাহীর আকার, গাম্ভীর্য্য ও সোৎসাহ বাক্যানুবাদ স্মরণে আর কণামাত্র সন্দেহ রহিল না। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। একবার ক্যাণ্টনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন;—শান্ত, নিস্তব্ধ! অদ্য প্রাতেঃই না বিদ্রোহ হইবে লিখিত আছে? পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাহাইত। প্রত্যয়ার্থ তদংশ আবৃত্তি করিলেন;———

দারিয়র কুদরত খাঁর প্রমুখাৎ দিল্লীর মহামান্য বাদশাহের আজ্ঞা পাইয়া এখানকার সিপাহীরা অদ্যই বিদ্রোহে প্রস্তুত। অদ্য প্রাতে মীরটের তাবৎ সিপাহী সেনা সমস্ত ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টান আবালবৃদ্ধবনিতা ধ্বংস করিয়া দিল্লী চলিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সফল করুন ও ভারতবর্ষ স্বধর্ম্মে রক্ষা করুন।

উক্ত খাঁ সাহেব আপনার যত্নে সুস্থ হইয়া নির্ভিয়ে আছেন।"

চারু ভাবিলেন, কৈ, বিদ্রোহের কোন চিহ্নত নাই। তবে কি এ প্রবঞ্চনামাত্র? কোন দুষ্ট লোককর্ত্তৃক তাঁহার রাজভক্তি পরীক্ষা করণোদ্দাম? না, তাদৃশ স্থলে তাঁহার দর্শন অপেক্ষণীয় ছিল না। তবে কি বৃথা গোলোযোগ তুলিয়া মীরটস্থ সিপাহীগণের মন পরীক্ষা? না, তাহা হইলে, তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় কোন ঘটনাবশতঃ বিদ্রোহের ব্যাঘাত হইয়াছে। যাহাহউক শীঘ্র ইহার সংবাদ দেওয়া উচিত। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে চারু অমনি রেনগু সাহেবের ভবনাভিমুখে চলিলেন।

দ্বারে বিজয় সিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন, চারুর বিষণ্ন বদন ও ব্যগ্রতা দৃষ্টে তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইলেন। চারুর ইচ্ছা নাই বিজয়কে এরূপ কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিজয় সতেজ প্রশ্নাবলীদ্বারা

ত্যক্ত করিয়া, অনিচ্ছার মধ্য হইতে বিবরণের কতকটা মর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন। উপহাসচ্ছলে কহিলেন "উঃ! ছাউনিতে কি গোলোযোগ উঠিয়াছে! বাঙ্গালীর ভীরু মস্তিষ্কে এরূপ কল্পনা অসম্ভব নহে।" অনবধানতা প্রযুক্ত চারুর হস্ত জেবের মধ্যে প্রবেশ করাতে তত্রস্থ পত্রখানি খড়মড় করিয়া উঠিল, অমনি হস্ত সরাইলেন। কোন বিশেষ পত্রাদি গোপনেচ্ছা অনুভব করিয়া বিজয় তদ্দর্শনে উৎসুক হইলেন। তাঁহার উপহাস, ঘৃণা ও সগর্ব্ব আদেশে বিরক্ত হইয়া চারু কহিলেন "আপনাকে তাবৎ বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য নহি।" বিজয় সক্রোধ বচনে বলিয়া উঠিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে! আর তোমার দর্প সহ্য হয় না। অদ্যই দর্প চূর্ণ করিব। বাঙ্গালীর কি ধূর্ত্ততা! একদিকে বিদ্রোহীর সহিত সংযোগ, অপরদিকে গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতিলাভেচ্ছা! এখনি সমুচিত প্রতিফল পাইবে।" এই কথা বলিয়া বিজয় চলিয়া গেলেন চারু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রেনণ্ড সাহেব বাটী ছিলেন না। চারুর ইচ্ছা নাই, কোমলস্বভাবা রমণীগণের নিকট এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিষয় প্রকাশ করেন। অতএব বিবিরা তাঁহার শুষ্কমুখ, আরক্ত নয়ন ও অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, কোন কারণবশতঃ গত রজনীর অনিদ্রাই তাহার মূল, বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনেক বিলম্বে রেনণ্ড সাহেব আসিয়া সহসা রুক্ষ বচনে বলিলেন, "চারু তোমার নিকট বিদ্রোহসম্বলিত কি পত্র আছে দেখি"। চারু অমনি পত্র খানি রেনণ্ডের হস্তে দিলেন। বিবিরা আশ্চর্য্য ও ভীত হইলেন। পত্রপাঠে রেনণ্ডের আনন আরক্ত হইল। বলিলেন "পিশাচের কি চাতুরী, কি মিথ্যা রচনা, কি দর্প, কি সাহস!" চারু গত রজনীর ব্যাপার বর্ণনে নিযুক্ত হইলে সাহেব [illegible]লেন, "যথেষ্ট শুনিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না। তোমার [illegible] যে আমার নিকট প্রথমে আসিয়াছিলে, নচেৎ এখনি কারা- [illegible] তোমার উপর এখনও কিঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে, কিন্তু [illegible] লোকের চাতুরীজালে পড়িয়াছ; সাবধান!"

[illegible]ন বিজয় কোন গ্লানি করিয়াছেন, এখন কিছু বলা

শ্রেয় নহে। অতএব উঠিয়া স্বভবনে যাইবেন, এমত সময়ে সহসা কর্ণেল সাহেব উপস্থিত। কর্ণেল সাহেব রেমণ্ডকে কানে কানে কি বলিলেন এবং চারুকে বসিতে বলিয়া উভয়ে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে চারুর মুখ হইতে বিবিরা সংক্ষেপে তাবৎ বিবরণটি শুনিলেন। বিদ্রোহীরা অদ্যই আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিবে, শুনিয়া হেলেনা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং এমি মূর্চ্ছমান হইয়া পড়িলেন। চারু কহিলেন ভয় নাই, অদ্য প্রাতে বিদ্রোহ হইবার কথা ছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।" তখন রেমণ্ড সাহেব আসিয়া, চারুকে কর্ণেল সাহেবের ইচ্ছায় অদ্য সৈনাগারে আবদ্ধ থাকিতে বলিলেন। চারুকে হাজতে থাকিতে হইবে। হাজতের নামে বিবি রেমণ্ড সোৎসাহ বচনে কহিলেন, "হাজত হাজত! এই কি রাজভক্তির পুরস্কার।"

কর্ণেল। মেম! ব্রিটিশ্ রাজ্যে রাজভক্তির পুরস্কার উপযুক্ত পাত্র হইতে অধিক ক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই উপর সন্দেহ হয়, বিশেষত কুটিল কাপুরুষ দেশীয়েরা সকলই করিতে পারে। যতক্ষণ না এ বিষয়ের তদন্ত হয় চারুকে হস্তগত রাখা যুক্তিযুক্ত। ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে রাখা হইবে এবং আশা করি শীঘ্র পুরস্কারের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিবি। মুক্ত থাকিলে কি ইনি পলায়ন করিবেন? চারুর চরিত্র বিষয়ে আপনি অজ্ঞ, এজন্যই অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতেছেন।

কর্ণেল। আপনারা স্ত্রীলোক, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে আপনাদিগের কথা প্রামাণ্য নহে, ; ক্ষমা করিবেন।

বিবি। ভাল, আমরা উঁহার জন্য দায়ী রহিলাম। আপনি যখ[illegible] চাইবেন ইহাঁকে উপস্থিত করিয়া দিব।

রেমণ্ড। বাঙ্গালীকে বিশ্বাস নাই, কাশীনাথের পলায়ন ম[illegible]

বিবি। কাশীনাথে ও চারুতে যে প্রভেদ, তাহা[illegible] প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাও স্মরণ রাখা উচিত।

কর্ণেল। চারুকে দৃষ্টিপথে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। ভাল ইনি এই খানেই থাকুন।

এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। অবিলম্বে দ্বারদেশে দুই সিপাহী প্রহরীরূপে সন্নিবেশিত হইল। রেমণ্ড সাহেবও চলিয়া গেলেন। এমিও হেলেনার সহিত কথোপকথনে, চারু সুখে রহিলেন। এরূপ স্থলে নজরবন্দী থাকায় কাহারই বা ক্লেশ হয়?

ক্রমে আহারের কাল উপস্থিত। বিস্তর অনুরুদ্ধ হইয়াও চারু বিবিদিগের আহারে যোগ দিলেন না। এরূপ আহারে তাঁহার অভ্যাস ও অভিরুচি নাই। স্নেহকোমল এমি কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া এক নিভৃত গৃহে চারুকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। চারু কি করেন এরূপ অনুরোধ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। একটু সুশীতল বারিমাত্র পান করিতে স্বীকৃত হইলেন। মদ্য পান ব্যতীত তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কুসংস্কার নাই, তবে রুটী মাংস আদি ইউরোপীয় খাদ্য তাঁহার অনভ্যস্ত সুতরাং রুচিবিরুদ্ধ। অবশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফল আহার করিয়া কথঞ্চিৎ দিবস যাপন করিলেন। হেলেনা এক এক বার তাঁহার আচরণে উপহাস করিতেছিলেন; কিন্তু চারুর অনর্থক ক্লেশ দেখিয়া এমির নয়ন সজল, হৃদয় ব্যাকুল। বিবি রেমণ্ড নিশ্চয়ই জানেন চারুর কোন বিপদ হইবেক না।

এ দিকে বিজয় চারুর প্রতি রেমণ্ডের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মাইতে না পারিয়া কর্ণেল বিবিদিগের নিকট চারুর বিপক্ষতাচরণ করেন। তদনুসারে কর্ণেল সাহেব উপরোক্ত মতে চারুকে আবদ্ধ রাখিয়া ছাউনিতে সিপাহীদিগের অবস্থা দেখিতে গেলেন। দেখিলেন সকলই শান্ত। সিপাহীরা রাজভক্ত বিনয়ী ও প্রফুল্ল। কেহ কেহ কর্ণেল সাহেবের প্রমুখাৎ দুই বদমায়েশের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া কহিল, মীরটে এইরূপ লোক পাইলে তাহারা তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া সিপাহীর কলঙ্ক মোচন করিবেক। কর্ণেল সাহেব নিশ্চিন্ত হইয়া চারুকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। তখন বেলা তিন প্রহর।

কর্ণেলের নিকট হইতে বিজয় উক্ত পরিত্যক্ত ভগ্নবাটীতে, চারুর

কথা অপ্রমাণ করণাভিপ্রায়ে গেলেন,দেখিলেন সত্যই ঔষধের সামান্য কতিপয় শিশি আছে। অমনি তাহা প্রোথিত করিলেন। গৃহমধ্যে একখানা ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্তে পড়িতে লাগিলেন,—

"অদ্য সন্ধ্যাকালে, ফিরিঙ্গী দিগের ধর্ম্মালয়ে উপাসনা কালীন বিদ্রোহ হইবে। ইতি মধ্যে একথা প্রকাশ করিলে আপনিই বৃথা ভয় প্রদর্শক বলিয়া দণ্ডাই হইবেন, আমাদের কোনক্ষতি হইবে না। এখন ও আপনার নির্ব্বোধ রাজভক্তি ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার চেষ্টা পান।

অতি প্রত্যুষেই আপনার ভবন দ্বার মুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং আত্মরক্ষা নিবন্ধন নিদ্রা কালীন চারি ঘন্টা যে আপনাকে আপন বাটীতে বদ্ধ রাখিয়াছিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

শ্রী রণ্ তিলক পাঁড়ে।

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাঙ্গালী বাবু মহাশয়।

পত্রপাঠে বিজয়ের মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মিল। তাঁহার চির প্রার্থিত এমিলাভের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবিত হইল। যদি সত্য বিদ্রোহ হয়, স্বয়ং সসজ্জ সশস্ত্র থাকিয়া এমিকে পূর্ব্বকালের নার্য্যানুরাগী যোদ্ধার (নাইট্) ন্যায়, বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ও রেমণ্ড সাহেবকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। আর এরূপ গোলোযোগে জাত্যাভিমান স্থান পায় না—সুতরাং এমির সহিত বিবাহ আর অসম্ভব থাকিবেক না। বিশেষতঃ চাক হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। কৌশলে তাঁহাকে বিদ্রোহীসংস্রব দোষে দূষিত সপ্রমাণ করিয়া, প্রাণ দণ্ড বা কোন কঠিন দণ্ড দেওয়াইবেন। আর যদিচ তাবৎ মিথ্যা হয়, বৃথা-ভয়-প্রদর্শক বলিয়া তাহাকে দণ্ড দেওয়াইবেন। যেমন করিয়া হউক, এমির মন এইবারে চাক হইতে অপসৃত হইবে। ইত্যাদি ভাবে গদ্গদ হইয়া বিজয় সমূহ উৎসাহের সহিত স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইলেন। এই ক্ষুদ্র পত্রটি গোপন করিয়া রাখিলেন কিন্ত নিজে প্রস্তুত হইয়া রেমণ্ড ভবনে গেলেন।

স্ত্রীলোক দিগের স্নান প্রণালী।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জঘন্য আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। লোক যতই সভ্য হইতে থাকে, সময়োচিত সভ্যতার অনুরূপ আচার ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অভ্যাসের এমনি প্রবল শক্তি যে লোকে অভ্যাস বশতঃ অতি জঘন্য ব্যাপারকেও পোষণ করিয়া থাকে। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী ইহার মধ্যে একটী প্রধান জঘন্য ব্যাপার।

দেশীয় ভদ্র ও বিদ্বান ও সভ্য নামধারী ব্যক্তিরা কি করিয়া যে আজও পর্য্যন্ত ঐ জঘন্য প্রণালী পোষণ করেন বলিতে পারি না। অভ্যাসই ইহার মূল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে তাঁহাদিগের সততঃ দৃষ্টি না থাকিলে, স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির পথে আপনারাই কন্টক হইয়া দাঁড়াইবেন।

দেশীয় অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম বাসী কি ভদ্র, কি সভ্য, কি জ্ঞানী, কি ইতর কি মূর্খ এ বিষয়ে কাহারও অবিদিত নাই। সহর বা তাহার নিকটবর্ত্তী দুই একখান পল্লীতে ভদ্র বংশজ স্ত্রীলোকদিগের স্নানের এরূপ জঘন্য প্রণালী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

পল্লীগ্রাম বাসী কি ভদ্র, কি অভদ্র সকল স্ত্রীলোকেই প্রকাশ্য জলাশয়ে পুরুষদিগের সহিত একত্র অবগাহন পূর্ব্বক অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্নান করেন। এটী কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্নান করার মানে ইহা নহে, যে কেবল জলে একবার ডুব দিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করা। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহাও কম জঘন্য ব্যাপার নহে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জার মাথাটী খাইয়া পুরুষ দিগের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি জঘন্য প্রণালী ক্রমে গাত্র মার্জ্জন ও বস্ত্র ধৌত করেন এটী দেখিয়া কোন্ ভদ্র লোক ইহার প্রতিবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন। আবার তাঁহারা যে রূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন তাহা পরিধান করিয়া ত লোকসমজে বাহির হইবারই যোগ্য নহে, যখন আবার সেই বস্ত্র জলে আর্দ্র হইয়া

সকল গাত্রে আবৃত থাকে তখন বিবস্ত্রা ও বস্ত্র পরিধানে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। অনেক সময় সাধু পুরুষেরা ঐরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া জলাশয় হইতে উঠিতে আপনাকে কুণ্ঠিত মনে করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে জলাশয় হইতে উঠিয়া আর্দ্র বসনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

দেশীয় ভদ্র লোকেরা আপন আপন স্ত্রী কন্যা দিগকে অনাবৃত পালকীতে গমনাগমন করা এবং অন্যের সহিত রেলের গাড়িতে গমনাগমন করা অবমাননা মনে করেন; তখনই তাহাদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু স্নানের সময় স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য জলাশয়ে যে কি জঘন্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাতে একবারও মনোযোগ করেন না, তখন লজ্জারও ভয় থাকে না, সভ্যতারও ভয় থাকে না। এমন লজ্জাতেও ধিক্ এমন সভ্যতাতেও ধিক্।

ভদ্রবংশজ স্ত্রীলোকেরাই বা কি প্রকারে প্রতিদিন এইরূপ জঘন্য কার্য্য করিতে থাকেন বলিতে পারি না। অভ্যাস! তোমার কেমন শক্তি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। যখন স্ত্রীলোকদিগের লজ্জার কিছু মাত্র আবশ্যকতা হয় না, যখন তাঁহারা ভ্রাতা, পিতা, স্বামী, শ্বশুর, দেবরের সম্মুখে আইসেন, তখনই তাহাদিগের লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়। ধিক্ তাহাদের লজ্জায় এমন লজ্জা থাকা ও না থাকা দুই সমান।

স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালীর বিশেষ বিবরণ বামাবোধিনীতে লেখিবার উপযুক্ত নহে; তবে সকলে ইহার জঘন্য ব্যাপারটী নিজে নিজে বুঝিয়া লউন।

এক্ষণে দেশীয় ভদ্র ও সভ্য মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, তাহারা যেন এরূপ জঘন্য প্রণালী পোষণে আর অনুরক্ত না হন। অনেক সময় হইয়াছে; এখন একটু স্থির চিত্তে ইহার অপকারিতা ও জঘন্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া আপন আপন অবস্থানুরূপে স্নানের সদুপায় করিয়াছেন।

উপসংহার কালে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিবেদন যে

তাহারা নিজেও যেন এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে আর প্রবৃত্ত না হন। যদি এক সপ্তাহকাল স্নান না হয় সেও বরং ভাল, রাত্রশেষে জলাশয়ে স্নান করিতে যাওয়া বরং ভাল, তথাপি পুরুষদিগের সম্মুখে গাত্র মার্জ্জন ও পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা কোনমতেই যুক্তি যুক্ত নহে। লজ্জার প্রকৃত ব্যবহার যে তোমরা কতদিনে শিক্ষা করিবে তাহা আর বলিতে পারি না!!

অবলা বান্ধব।

গতবারে পাঠিকাগণকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ঢাকানগর হইতে "অবলাবান্ধব, নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র খানির নামেই ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে। স্ত্রীজাতির কল্যাণ সাধনই ইহার লক্ষ্য। পত্রের ভূমিকাতে সম্পাদক লিখিয়াছেন;—

"যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাঁহাদিদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়; আত্মকর্ত্তব্যাবধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদিগের দুর্নীতি দূর করিয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়; এবং বিদ্যাবিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টা ও আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে সময়ে তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল সুশ্রাব্যণীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।"

আমাদিগের বামাবোধিনীর ন-

ক্যের সহিত অবলাবান্ধবের ঠিক্ ঐক্য হইতেছে, অতএব বামাবোধিনী ইহাকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া স্নেহালিঙ্গনের সহিত গ্রহণ করিলেন। বামাবোধিনী স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত স্ত্রীসমাজেই বদ্ধ আছেন, কিন্তু অবলাবান্ধব পুরুষের ন্যায় পুরুষদিগের সহিতও কথোপকথন ও কার্য্য সম্পাদন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ভগিনী জেষ্ঠা হইলে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর অনেক আশা করিয়া থাকে। অবলা বান্ধবকে নবজাত দেখিয়াও বামাবোধিনী আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে এবং জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছে যে ভ্রাতা যেন চিরজীবী হইয়া দুঃখিনী অবলাকুলের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

উপসংহার কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গুটিকত সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার কথা বলিতে হইল। তিনি বামাগণের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাকে কষ্টের ভাগই অধিক বহন করিতে হইবে। তিনি যাঁহাদিগের পক্ষ, তাঁহাদিগের অধিকাংশও এখন তাঁহাকে আদর করিতে শিক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত অনেকে তাঁহার প্রতি উদাসীনা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন। পুরুষদিগের নিকটে শ্রদ্ধাস্পদ হওয়াও সহজ সূচনা নয়। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ এখনও স্বার্থ পরায়ণ এবং স্ত্রীজাতির প্রতি ক্রীত দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া হিন্দু বিধবা রমণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিধবাটীর নাম বীণাবাই, তিনি একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের তনয়া। পণ্ডিত বিনায়ক কর্ম্মকার নামক এক জন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

২য়। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারালের পত্নী বিবি মেয়োর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি পিতৃ সম্পত্তি অধিকারের নিমিত্ত শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন।

৩য়। এ দেশীয় ভদ্রবংশীয়

স্ত্রীগণের রেলওয়ের গাড়ীতে গমনাগমনের অসুবিধা দূর করণার্থে আমাদিগের মাননীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও মনঃসংযোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড জন লরেন্স এই বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছু হয় নাই। অতএব এবার যাহাতে কার্য্যে কিছু হয় এরূপ যত্নই প্রার্থনীয়।

৪ র্থ। এক খানি বাণিজ্য জাহাজ কলিকাতা হইতে আমেরিকায় যাইতেছিল, উহার কাপ্তেন (পোতাধ্যক্ষ) সমুদ্র মধ্যে পীড়িত হন। তাহাদের আর কোন ব্যক্তি জাহাজ চালাইতে না জানায়, ঐ কাপ্তেনের স্ত্রী জাহাজ চালাইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত জাহাজে থাকিয়া জাহাজ চালাইবার কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর হইল আর এক খান জাহাজে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেও সেই জাহাজের কাপ্তেনের স্ত্রী নিরাপদে জাহাজ চালাইয়াছিলেন। এটা স্ত্রী স্বাধীনতা দানের সুফল বলিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের দেশের স্ত্রীদিগের হইতে কোন সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক পুরুষদিগের হইতেও পাওয়া যায় না।

৫ ম। এডুকেশন গেজেট পত্র লিখিয়াছেন আমেরিকার কোন সংবাদ পত্র বলেন যে, এক টুকরা পাঁওরুটি ব্রাণ্ডিতে (এক প্রকার সুরায়) ভিজাইয়া মৎস্যের মুখে প্রবেশ করিয়া দিলে এবং কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি তাহার পাকস্থলীর মধ্যে দিলে খড় জড়াইয়া মৎস্যকে দশ বার দিন পর্য্যন্ত জল বিনা জীবিত রাখা যাইতে পারে। পুনরায় জলে ছাড়িয়া দিলেই উহা সতেজ হইয়া উঠে।

৬ ষ্ঠ। আমাদিগের বামাবোধিনীর অভিনব সুহৃদ "অবলা বান্ধব" অবলাগণের নিমিত্ত যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা হইতে কতিপয় সংবাদ নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

"পাবনার অন্তঃপাতী চৈত্রকাটী বালিকা ও যুবতীবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর কয়েকদিন হইল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তথাকার যুবতী বিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রায় ত্রিশ টাকা মূল্যের এক ছড়া চিক ডা-

তাকে প্রদান করিয়াছেন। এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র চাকী যৌতুক স্বরূপ একশত টাকা দিয়াছেন।"

৭ম। অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, কিছু দিন হইল টেলিগ্রামে সংবাদ পাওয়া যায় যে, প্রিন্সেস্ ক্রিষ্টিয়ানার একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। এটী মহারাণীর ত্রয়োদশ দৌহিত্রী। বোম্বে গেজেট বলেন যে, প্রিন্সেস্ অব ওয়েলসের ৫টী প্রিন্সেস্ অব হেলেনার ২টী, এবং প্রিন্সেস্ রয়েলর ৫টী, সন্তান হইয়াছে। মহারাণীর বয়স ৫০ বৎসরের দুই মাস কম। তাঁহার পিতা ৫৩ বৎসর, পিতামহ ৮৩ বৎসর, প্রপিতামহ ৪৪ বৎসর ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ সম্রাট প্রথম জর্জ্জ ৭৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আমাদিগের মহারাণী সম্ভবতঃ তাঁহার প্রপৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন।

নাগপুর গ্রামের একাদশবর্ষীয়া একটী বালিকা চারি বৎসরের নিমিত্ত ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছে"।

দীল্লির এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী দীল্লি কালেজে একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপনার্থে এগার হাজার টাকা দিয়াছেন। কলিকাতার হাইকোর্টের বিচারক মান্যবর জষ্টিস্ কেম্প সাহেবের সহধর্ম্মিণী ক্যাথিড্রেল এবং ইটালী ক্যাথলিক অনথাশ্রমের নিমিত্ত দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৮ম। "লেঙ্গডন ডাউন নামক এক জন ডাক্তর বলেন পিতা কি মাতা সুরাপানে উন্মত্ত থাকিবার সময় যে সন্তান হয়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত নিস্তেজ হয় এবং শরীরও নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হয় না। তিনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এই বাক্য সপ্রমাণ করিয়াছেন।"

৯ম। ইংলণ্ডের একটী উন্নত স্ত্রীলোকের বিষয় জ্ঞাত হইলে মনোমধ্যে আহ্লাদের সঞ্চার হয়। সংপ্রতি লণ্ডন নগর হইতে একটী স্ত্রীলোক ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার উন্নত জ্ঞান ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন তিনি একেশ্বর বাদিনী এবং ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল বিশ্বাস একরূপ। সুসভ্য দেশ সকলে এক্ষণে ঈশ্বরের যে এক ধর্ম্ম প্রবল

হইতেছে, ভারতবর্ষেও সেই ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে শুনিয়া তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, বোধকরি আমরা যাহাকে "থিস্ট" বলি তোমরা তাহাকে ব্রাহ্ম বল। ঐ নাম এখানে অপ্রচলিত বলিয়া আমরা ব্যবহার করিতে পারি না বটে, কিন্তু মনের ভাব দেখিতে গেলে আমাকে একজন ব্রাহ্মিকা বলিতে পার।

১০। বিলাতে কুমারী গিডেন নামক একটী স্ত্রীলোক ব্যারিষ্টার মকদ্দমায় নিজপক্ষ নিজেই সমর্থন করিবার জন্য তত্রত্য হাউস অভলর্ডে ১৪ দিন ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়া অবশেষে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বামাগণের রচনা।

যিনি বিদ্যানুশীলন করেন অথবা সদুপদেশ শিক্ষা করেন তাঁহার উচিত যে নিজ শিক্ষকের প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। কারণ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ ও যত্ন না হইলে কখনই উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। আর শিক্ষকের নিকট মিথ্যা বাক্য চতুরতা বিরক্তি প্রকাশ করিলে কালে নিরয়গামী হইতে হইবে। হে বালক বালিকাগণ! তোমরা যদ্যপি বিদ্যাভ্যাস করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পূর্ব্বে ঐ সকল নীচকর্ম্ম গুলি পরিত্যাগ করিয়া এমত শিক্ষকের নিকট এরূপ বিষয় শিক্ষা করিবে যাহাতে তোমাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইতে পারে। যাঁহার সত্য ব্রত, বিনয়, সরলতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ অঙ্গাভরণ ও যিনি যথার্থই সদাচারী হইবেন, তিনিই তোমাদিগকে সদুপদেশ দিবেন। কারণ মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই এক প্রকার কুসংস্কার তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিয়া অসৎপথে লওয়াইতে থাকে, সেই কুৎসিত অসৎপথ হইতে নিবারণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। অনেক গুলি গুণ না থাকিলে শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুশীল, সরল ও জ্ঞানী লোক ভিন্ন অন্যের নিকট উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। অতএব বালকবালিকাগণ! তোমরা ভাল শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা করিলে অবশ্যই ভাল হইবে সন্দেহ নাই।

নিজ শিক্ষকের পরিচয়।

আমার শিক্ষক যিনি, কত গুণে গুণী তিনি,
তাঁর গুণ বর্ণন না হয়।
মিষ্টভাব সদালাপ, শূন্য সব পরিতাপ,
পাপহীন অতি সদাশয়॥
নাহি তাঁর কঠিনতা, স্বভাবেতে সরলতা,
জ্ঞানী মানী ধরণী ভিতর।
সুশীল সুবোধ অতি, দেহেতে বিদ্যার জ্যোতি,
বিদ্যা দানে না হন কাতর॥
তাঁর উপদেশ গুণে, কত সুখ পাই মনে,
মনে দুঃখ নাহিক আমার।
পক্ষপাত পরিশূন্য, ধীশক্তিতে সুসম্পন্ন,
দয়াতেই তুল্য কেবা তাঁর॥
শিক্ষকের দয়া যত, অবলা কহিবে কত,
তাঁর দয়া বলা নাহি যায়।
বুদ্ধিহীন কুলনারী, গুণ কি বলিতে পারি,
মন যেন থাকে সেই পায়॥

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা উপযোগী পরীক্ষা পুস্তক।

১২৭৬ সাল।

প্রথম বৎসরের পরীক্ষা।

সাহিত্য।——বোধোদয়।
পাটীগণিত।——সংকলন। শতিকা, নামতা ২০০ শত পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষা।

সাহিত্য।——আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ: পদ্যপাঠ ১ম ভাগ

১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত (সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ)

ব্যাকরণ।——স্বর সন্ধি পর্য্যন্ত।

ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়—আসিয়া সমাপ্ত ১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
(বাদ—গোলক, উৎপন্ন দ্রব্য, অরণ্য জন্তু, পণ্য দ্রব্য)

পটীগণিত।——গুণন। ধারাপাত—নামতা ৪০০ শত, কড়া ও গণ্ডা।

তৃতীয় বৎসরের পরীক্ষা

সাহিত্য।——১ম ভাগ চারুপাঠ—বিদ্যাশিক্ষা, ধীবর, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম,স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, জলস্তম্ভ। ১ম ভাগ নারীশিক্ষার—নারীচরিত ১০ হইতে ৫৭পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।
২য় ভাগ পদ্যপাঠ—২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

ব্যাকরণ।——সন্ধি এবং ণত্ব ও ষত্ব বিধান সমাপ্ত।

ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়,—আসিয়া ও ইউরোপ সমাপ্ত।
(বাদ—ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, উৎপন্ন দ্রব্য, অরণ্যজন্তু, পণ্য দ্রব্য)

ইতিহাস।——২য় ভাগ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা।
(বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত)

স্বাস্থ্যরক্ষা।——১ম ভাগ নারী-শিক্ষার স্বাস্থ্যরক্ষা।

পাটীগণিত।——ভাগহার ও মিশ্ররাশি। ধারাপাত—পণ, কাটা ও সের।

চতুর্থ বৎসরের পরীক্ষা

সাহিত্য।——সীতার বনবাস ২য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত।
৩য় ভাগ পদ্যপাঠ—১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—(বাদ চকোর ও চাতক)। ৩৭ পৃষ্ঠা—মুমূর্ষু সময়ে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতি উক্তি। ৫০ পৃষ্ঠা

দশরথের প্রতি কেকয়ী, ৫৫ পৃষ্ঠা পুষ্প পর্য্যন্ত।

ব্যাকরণ।——স্ত্রী প্রত্যয় ও কারক—৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়ের ৪ মহাদেশের সাধারণ জ্ঞান।
ভারতবর্ষের মানচিত্র। (ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ বাদ)
নারীশিক্ষা ২য় ভাগের—ভূগোল।

ইতিহাস।——ইংলণ্ডের ইতিহাস (রাম কমল কৃত)

বিজ্ঞান।——২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান(৭০ পৃষ্ঠা হইতে ১১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)

পাটীগণিত।——লঘুকরণ; মিশ্র সঙ্কলন ও ব্যবকলন। শুভঙ্করের হিসাব।

পঞ্চম বৎসরের পরীক্ষা।

সাহিত্য।——টেলিমেকস্ ১ম ৩ স্বর্গ।
সাবিত্রীচরিত কাব্য

ব্যাকরণ।——সমাস।

ভূগোল।——ভূগোল পরিচয়ের ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ ও মানচিত্র।

খগোল।——২য় ভাগ নারীশিক্ষার খগোল।

বিজ্ঞান।——২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন (১১০ হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)

ইতিহাস।——যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বাদ তৃতীয় ও নবম অধ্যায়)।

পাটীগণিত।——ভাগহার ও ত্রৈরাশিক। শুভঙ্করের হিসাব।

☞ হস্ত লিখন, শিল্পকার্য্য ও নীতি সকল বৎসরেই পরীক্ষা হইবে।

*** ব্যাকরণ—লোহারাম। ভূগোল—শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
শিল্পকার্য্য—কেবল কারপেট নহে, দেশীয় নানা প্রকার শিল্প পরীক্ষা করা যাইবে।
নীতি—২য় ভাগ নারীশিক্ষার নীতি বিষয় গুলি পাঠ করিলে অনেক সাহায্য হইবে।

কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩ নং ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৭৩ সংখ্যা } ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১২৭৬ { ৫ম ভাগ

বামাবোধিনীর ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব।

আজ আমাদের বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ বামাবোধিনী সভার সভ্যাদিগের কেমন আহ্লাদের দিন! এই দিনে বঙ্গ অবলাগণের জ্ঞান উন্নতির সোপান স্বরূপ এই একমাত্র পত্রিকা লোক সমাজে প্রকাশিত হয়। এত কাল পর্য্যন্ত ইহাকে একাকিই স্ত্রীলোকদিগের সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে হইয়াছিল, এতকাল পর্য্যন্ত একাকিই স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির সহায়তা করিতে হইয়াছিল, এতকাল পর্য্যন্ত স্বজাতীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আবার একাকিই স্বার্থপর কঠোর হৃদয় পুরুষদিগের নিকটও গমন করিতে হইত; কিন্তু কাল ক্রমে ইহার একটী ভ্রাতার জন্ম হওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির আশা হৃদয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন ভ্রাতা ও ভগ্নী একত্র মিলিত হইয়া বহির্ভাগে ও অন্তঃপুরে স্বস্ব কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, ইহা ভাবিলেও আশালতা বর্দ্ধিত হয়, হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতে থাকে।

আজ প্রিয় বামাবোধিনীর জন্ম দিবস। অদ্য ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম বর্ষে পদনিক্ষেপ করিল। এখনও যে এই বালিকাটী আমাদের হস্তে জীবিত রহিয়াছে, এখনও যে ইহা সময়ে প্রকাশিত হইয়া সতীদিগের ক্রোড় শোভা করিতে সক্ষম হইতেছে, ইহা কেবল একমাত্র করুণাময় ঈশ্বরের করুণাগুণে। নতুবা আমা-দিগের সামান্য চেষ্টা দ্বারা কখনই ইহাকে জীবিত রাখিতে পারি-তাম না।

দুই বৎসর কাল ক্রমাগত এই প্রফুল্ল বদনা, অবলা-সহচরী, অল্প বয়স্কা বালিকাটীর অর্থাভাব জনিত দিন দিন জীবনিশক্তির হ্রাসতা হইতেছিল, তখন পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল বদন, শরীরের পুষ্টি, লাবণ্য ও কান্তি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, এবং অবশেষে গত বৎসর এরূপ মলিন ও জীর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, যে ইহার জীবনের প্রতি লোকের সংশয় উপস্থিত হয়; এমন কি আমাদের হৃদয়েও সময়ে সময়ে ঐ সংশয় দৃঢ়রূপে স্থানও পাইয়াছিল। আমাদের আশা ভরসা কিছুই ছিল না, যে আবার এই প্রিয় বালিকাটী পুনর্জ্জীবিত হইয়া সহাস্য বদনে অবলা কুলের নয়নের তৃপ্তি সাধন ও তাঁহাদিগের উদ্বেলিত চিত্তকে শান্তি প্রদান করিবে। কিন্তু এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরোগী হয় নাই, এখনও ইহার কলেবর পূর্ব্বের ন্যায় হয় নাই, এখ-নও ইহা শ্রী সম্পন্না হয় নাই, এখনও ইহার প্রভূত অর্থের অভাব রহিয়াছে, এখনও ইহাকে অর্থের জন্য সময়ে সময়ে লালায়িত, মলিন ও ভগ্ন হৃদয় হইতে হয়। অর্থ বিনা ইহা যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, একমাত্র অর্থই যে ইহার জীবন, যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষেরা স্বার্থশূন্য হইয়া এই জ্ঞানটী কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার রোগ শান্তির কিছু মাত্র আশা করা যাইতে পারে না।

পুরুষদিগের হস্তেই স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা যদি স্বার্থপর হইয়া কেবল নিজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রী সমাজের যে দুর্দ্দশা, এই দুঃখিনী বালিকা

টীর দশাও তদ্রূপ ঘটিবে। যদি এই হতভাগ্যা বালিকাটী এতদিন বিলাতে জন্ম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ইহার মলিন বদন, ক্ষীণ কলেবর দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত করিতে হইত না। তখন ইহার মর্য্যাদা প্রভাবে অর্থের বলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে থাকিত। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, এতদিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এত উপকার সাধন করিতেছে, তথাপি স্বার্থপর পুরুষেরা ইহার করুণ-স্বর শ্রবণে বধির হইয়া রহিয়াছেন।

যে সকল উন্নত-আত্মা-সদাশয়-ব্যক্তি ইহার মুমূর্ষ অবস্থায় ইহার জীবনি-শক্তি রক্ষার্থ সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেবল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেছেন এরূপ নহে, এই বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগেরও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছেন। ইহাকে জীবিত রাখাতে বঙ্গ সমাজের উৎকৃষ্টতর অংশের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির সহায়তা করা হইয়াছে। যদিও ইহা একটী নবজাত ভ্রাতা রাখিয়া অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে ইহার বিশেষ কার্য্যগুলি কখনই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত না। ভ্রাতা, সহস্র গুণে জ্ঞানী হইলেও কোমল হৃদয়া ভগ্নীদিগকে কখনই উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রদানে পারগ হইত না। স্ত্রীলোকের শিক্ষক স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহই অভাব অনুসারে শিক্ষা দানে সক্ষম হইতে পারে না। অতএব এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ইহাকে উদ্ধার করা যে কত বড় মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইল তাহা স্বার্থপর পুরুষে এখন বুঝিতে নাই পারুন, কালে ইহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ইহাকে দেখিতে যদিও ক্ষুদ্র ও অল্প বয়স্কা, তথাপি ইহা যে মহৎভার লইয়া এই মলিন বঙ্গ সমাজে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা কখনই ক্ষুদ্র নহে।

এখন একবার স্ত্রী সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। এই যে সপ্তম বর্ষীয়া বালিকাটী বঙ্গ সমাজে জন্ম গ্রহন পূর্ব্বক পরান্নে ও পর-ভোগে লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, কি দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের

ন্যায় দ্বেষ হিংসা বিবাদ বিসম্বাদ, পাশাদি ক্রীড়ায় বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতেছে, না যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতেছে?

ইহার দ্বারা যে স্ত্রী সমাজের বিশেষরূপ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা প্রত্যক্ষ শিক্ষকের ন্যায় জ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিতেছে, আচার্য্যের ন্যায় নীতি বিষয়ক উপদেশ সকলও প্রদান করিতেছে। ইহার দ্বারা কত স্ত্রীলোকের জ্ঞান উন্নত, সংস্কার পরিশুদ্ধ, মত বিশুদ্ধ, রচনা-বলীর সহায়তা হইয়াছে। ইহার পাঠিকাগন আর পৌরাণিক রাহু কেতুও বিশ্বাস করেন না, বাসকীকে ভূমিকম্পের কারণ বলিয়া মনেও স্থান দান করেন না। ইহার সহিত স্ত্রীলোকদিগের দিন দিন এমনি প্রণয় বর্দ্ধিত হইতেছে যে, ইহাকে দর্শনে বিলম্ব হইলে অনেকে আশা পথ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং অনেককে মধ্যে মধ্যে অসন্তুষ্টির চিহ্নও প্রকাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ পরি-তাপের বিষয় এই যে, ইহার দ্বারা স্ত্রী সমাজের এত উপকার সাধিত হইতেছে তথাপি স্বার্থপর পুরুষেরা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

একবার বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। এমন অন্ধকার, এমন অনুন্নতির মধ্যেও অবলাগণের সুখ সূর্য্য উদিত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এই ভারতবর্ষ মধ্যে স্ত্রীলোক-দিগের যে অধিকার কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, সেই অধিকারের পুনরঙ্কুর নয়নগোচর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকদিগের যে একটি নাম সহধর্ম্মিণী, এতকাল পরে সে নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবার উপায় হইতে দেখা যাইতেছে।

পাঠিকাগণ! প্রায় দুই বৎসর হইল আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম যে, স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য কলিকাতায় একটি "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামে উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এক্ষণে তাহা অপেক্ষা একটি স্থায়ি ও বৃহদ্ব্যাপারের অঙ্কুর লক্ষিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষীয়া ভগ্নীদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য "ব্রহ্মমন্দির"